সহস্রাব্দের ষড়যন্ত্র

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে হামলার নেপথ্যে

ক্যারল ভ্যালেন্টাইন

সহস্রাব্দের ষড়যন্ত্র

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে হামলার নেপথ্যে

রচনা ঃ

ক্যারল ভ্যালেন্টাইন

গবেষণা ও অনুবাদ ঃ

আলী আহমেদ

চমন প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

সহস্রাব্দের ষড়যন্ত্র

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে হামলার নেপথ্যে

প্রকাশকঃ

আহমেদ আব্দুল্লাহ

৮০/ডি, রোড নং-১১, বনানী, ঢাকা-১২১৩

aliberdi@email.com

সর্বস্বত্ব ঃ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশ কাল ঃ প্রথম সংস্করন, জুলাই ২০০৪ইং, আষাঢ় ১৪১১ বাংলা

কম্পিউটার কম্পোজ ঃ

হৃদয় কম্পিউটার

৫১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

প্রচ্ছদঃ

আরিফুর রহমান

মুদ্রাকরঃ

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি প্রিন্টিং (প্রেস) লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

প্রাপ্তিস্থান ঃ

ব্রডওয়ে কম্পিউটার সিস্টেম,

১৫৪, মতিঝিল, রুম নং-৯, ঢাকা-১০০০

ফোনঃ ৯৫৫১৫৫৫, মোবাইলঃ ০১৭২-১২৩৪১০

মূল্য- ৫০/-

ISBN : 984-32-1525-6

SHAHASRABDER SARAJANTRA WORLD TRADE CENTRE ABANG PENTAGON A HAMLER NEPATHAY PUBLISHED BY **AHMED ABDULLAH**, BANANI, DHAKA.

www.pathagar.com

ভূমিকা

১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১। পৃথিবী বাসীর জন্য একটি শোকাবহ দিন। এই অশুভ দিনটিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিন হাজারেরও অধিক নিরীহ মানুষ প্রাণ হারায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে সংগঠিত অপ্রত্যাশিত ঘটনায়। শোকার্ত মার্কিন জনতার সাথে পৃথিবীর সকল বিবেকবান মানুষ একাত্মতা ঘোষণা করে। শোকাহত পৃথিবীবাসী এই হৃদয় বিদীর্ন করা ঘটনায় ক্ষোভে-দুঃখে এতোটাই মুষড়ে পড়ে যে এই প্রসঙ্গে মার্কিন সরকারের বক্তব্যকে কোন প্রকার বিচার বিশ্লেষণ ছাড়াই গ্রহণ করে। মার্কিন সরকারের তরফ থেকে সকলকে জাননো হয় মুসলিম মৌলবাদীরা এই হামলার জন্য দায়ী। সুনির্দিষ্টভাবে ১৯ জন আত্মঘাতি আরব মৌলবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়। আরব বংশোদ্ভূত ১৯জন আত্মঘাতি মুসলিম জংগী কর্তৃক ছিনতাইকৃত যাত্রীবাহী বিমানের সাহায্যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে হামলার জোর প্রচারনা শুরু করে ইহুদী গণমাধ্যমগুলো। বিশ্ববাসীর কাছে মুসলিমরা চিহ্নিত হয় সন্ত্রাসী জনগোষ্ঠী হিসেবে। কিন্তু আসলেই কি ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার জন্য মুসলিমরা দায়ী? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে ক্যারল ভ্যালেন্টাইন তার ওয়েব আর্টিকেল – The controlled demolition of World Trade Centre and So-called war on terrorism -এ (ওয়েব লিংক **www.serendipity.li/wtc.html)** | গবেষণাধর্মী এই বৃহদাকারের ওয়েব আর্টিকেলের ছায়া অবলম্বনে রচিত হয়েছে সহস্রাব্দের ষড়যন্ত্র--ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে হামলার নেপথ্যে।

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

সত্যানুসন্ধানীর যে আবেগ ও উদ্দীপনা নিয়ে ক্যারল ভ্যালেন্টাইন অসাধারণ ওয়েব আর্টিকেলটির সম্পাদনার গুরু দায়িত্ব পালন করেছেন তা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। ক্যারলের আর্টিকেল পড়ার পর তার ভাবার্থ বাংলাভাষী জন গোষ্ঠির সামনে পেশ না করলে তা হতো ক্যারল ভ্যালেন্টাইনের ভাষায় অশুভের কাছে আত্মসমর্পন (Surrender to evil)। সবাই জানুক কারা ছিলো ১১ই সেপ্টেম্বরের পিছনে! কি ছিলো তাদের উদ্দেশ্য! নতুন বিশ্ব ব্যবস্থায় (New World Order) বিশ্বাসী সভ্য মানুষের মুখোশ পরা শয়তান-উপাসক যে চক্রটি ১১ই সেপ্টেম্বরের মানবতা বিরোধী ধ্বংশযজ্ঞের দায়ী তাদের মুখোশ উন্মোচিত হোক।

প্রথম সংস্করণের সকল দূর্বলতা, ত্রুটি-বিচ্যুতি পাঠক মহল ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন--অনুরোধ রইলো।

---আলী আহমেদ

www.pathagar.com

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরের

হৃদয় বিদারক ঘটনায়

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে নিহত

সকলের স্মৃতির প্রতি--

www.pathagar.com

১। পৃথিবী গ্রাসের মার্কিন উদ্যোগ

বর্তমান সময়ে মার্কিন পুজিবাদ যে সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে তার প্রেক্ষিতে আমেরিকা উদ্ভাবন করেছে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার (New World Order) ধারণা । বিশ্ব বাজারে মার্কিনীরা প্রতিযোগিতায় ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ছে। জাপান, জার্মানী এবং নিকটতম ভবিষ্যতের ঐক্যবদ্ধ ইউরোপ মার্কিন প্রশাসনের মাথা ব্যাথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বব্যাপী আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে এবং রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টিকারীদের শায়েস্তা করার জন্য নতুন নতুন ষড়যন্ত্র প্রনয়নের প্রয়োজন আমেরিকার। ঠিক পতনের আগে রোমের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী নিজ জনগণকে ঘরোয়া সমস্যাবলী থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে চাচ্ছে বিশ্ব অংগনে। মার্কিন অর্থনীতিই শুধু বিপর্যয়ের মুখোমুখী নয় সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে মার্কিন সমাজের ভিতরে ভাংগন ধরেছে। অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সাথে শংকটাপন্ন সামাজিক অবস্থা জটিল রোগের প্রমাণ। মাদকাশক্তি ও ক্রমবর্ধমান অপরাধ ঘুনে ধরা ব্যবস্থার প্রতীক। জাতিগত উত্তেজনা, আমলাতন্ত্র, রাজনীতি এবং সমাজের নাটকীয়তা ও গুরুত্বহীনতা গুরুতর সামাজিক ব্যধির লক্ষণ। এ ছাড়া বিগত শতাব্দীর শেষ দশকে পরিবর্তনের যে হাওয়া বয়ে গেছে তাতে পাশ্চাত্য নেতাদের উপলব্ধি হয়েছে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বাঁচাতে হলে পৃথিবীকে নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হবে। ওয়াশিংটন জানে বিশ্বের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বিষয়ের উপর আধিপত্য বজায় রাখতে হলে একটি **"নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার"** প্রয়োজন। এই ব্যবস্থায় পৃথিবীর সব মুদ্রা, বাণিজ্যিক সীমানা এবং জাতি-রাষ্ট্রকে এক করার প্রয়াস চালানো হচ্ছে যেখানে "বিশ্বের পুলিশ" হিসেবে আমেরিকার ভূমিকা হবে অবিসম্বাদিত। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার নামে প্রেসিডেন্ট বুশ (সিনিয়র) আমেরিকা এবং বাকী বিশ্বের জন্য যে পথ রচনা করে গেছেন তার লক্ষ্য হলো সামরিক আগ্রাসনের

www.pathagar.com

মাধ্যমে তৃতীয় বিশ্বের তেল এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ গ্রাস করা। জেনে রাখা দরকার পৃথিবীর জনসংখ্যার ৬ শতাংশ জনগণ নিয়ে আমেরিকা বিশ্বের ২৫ শতাংশ তেল ভোগ করে।

আমেরিকার বিদেশ সম্পর্ক বিষয়ক কাউন্সিলের উপদেষ্টা এবং **"সভ্যতার দ্বন্দ্ব"** নামক বিখ্যাত বইয়ের লেখক হার্ভার্ড প্রফেসর স্যামুয়েল হান্টিংটনের মতে নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা বাস্তবায়নের পথে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের প্রধান প্রতিবন্ধক ভিন্ন সভ্যতাধারী দেশগুলো। স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের পর রাজন্যবর্গের, গোত্রগত এবং আদর্শিক যুদ্ধের উপযোগী পরিবেশ না থাকায় পাশ্চাত্যের জন্য হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছে স্ফীতমান জনসংখ্যা এবং বিপুল তেল সম্পদের অধিকারী মুসলিম দেশসমূহ। তাই একক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার বিশ্ব ব্যবস্থার প্রধান শত্রু মুসলমানদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য আগ্রাসী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

মুসলমানদের দূর্বলীকরণের মার্কিন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রথম লগ্নেই আমেরিকা অবৈধ লেনদেনের নামে মুসলমানদের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান বিসিসিআই এর বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে। সারা বিশ্বব্যাপী ইহুদী গণমাধ্যমগুলো সক্রিয় হয়ে উঠে। এক সময়ে মার্কিনীদের প্রিয় ব্যাংক বিসিসিআই এর সারা দুনিয়াব্যাপী কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। মধ্য এশিয়ার মুসলিম দেশগুলোর তেল ও খনিজ সম্পদের উপর কর্তৃত্ব স্থাপনের জন্য সামরিক আগ্রাসন অপরিহার্য হয়ে পরে। আগ্রাসনের প্রেক্ষিত তৈরীর জন্য শুরু হয় ষড়যন্ত্র। **তেলের জন্য যুদ্ধ** রূপান্তরিত হয় **"সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে"**।

মার্কিন প্রশাসনের ভিতর ঘাপটি মেরে থাকা ষড়যন্ত্রকারীদের পরিল্পনায় ২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার ধ্বংস এবং পেন্টাগন ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়। সারা পৃথিবীতে এ্যাংলো-আমেরিকানদের গণমাধ্যমে প্রচারিত হয় মার্কিনীদের আর্থিক এবং সামরিক শক্তির প্রতীক **ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার** ও **পেন্টাগনের** উপর উনিশ জন আরব মুসলমান সন্ত্রাসী আত্মঘাতি বিমান হামলা চালিয়েছে। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে শুরু হয়

www.pathagar.com

মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত মার্কিন সামরিক আগ্রাসন। ট্রানজিট দেশ হিসেবে মধ্যএশীয় তেলের পাইপলাইন স্থাপনের বিষয়ে তালেবান সরকার মার্কিন তেল কোম্পানী **ইউনিকোলের** সাথে আপোষ না করায় টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্য আন্তর্জাতিক মুসলিম বিপ্লবী ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে আশ্রয়দাতা দেশ আফগানিস্তানের উপর ০৭-১০-২০০১ তারিখ হ'তে ১৬-০৪-২০০২ তারিখ পর্যন্ত লাগাতার কার্পেট বোম্বিং এর মাধ্যমে হাজার হাজার আফগান নর-নারী-শিশু হত্যা করা হয় তালেবান সরকারকে উৎখাত করার জন্য (২০০১ সনের আগষ্টে আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে ইউনিকোলের পাইপ লাইন স্থাপনের বিষয়ে তালেবান সরকারের সাথে মার্কিন সরকারের অলোচনা ভেঙ্গে যায়। বুশ এবং তার তেল কোম্পানীগুলো তালেবানদের কারণে এই পাইপ লাইন বসাতে ব্যর্থ হয়-কারণ তালেবানদের দাবী ছিল – too large a percentage as their cut for allowing the pipe line project to proceed. Hence the oil monopoly needed to over throw the Kabul Government, install their own Government and proceed with the pipe line project. - **Shermanh Skolnick** । মার্কিন প্রতিনিধি তালেবান সরকারকে হুশিয়ার করে দিয়ে বলেন-Accept our offer of a carpet of gold or you will get a carpet of Bombs)। অথচ, ১১ই সেপ্টেম্বর ২০০১ এর তিন বছর আগ থেকে অর্থাৎ ১৯৯৮ সাল থেকে মার্কিন সরকার কাবুলে ধামাঁধরা নতুন সরকার প্রতিষ্ঠার ফন্দী আটছে।

১৯৯৮ এর ১২ই ফেব্রুয়ারীতে মার্কিন সরকারের ওয়েব সাইটে মার্কিন বিদেশনীতির উপর অনুষ্ঠিত একটি রিপোর্ট পাওয়া গেছে। যাতে প্রমাণিত হয় ১১ই সেপ্টেম্বরের বহুপূর্বেই কাবুলের সরকার পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিলো ঃ

মার্কিন সরকারের অবস্থান হলো একাধিক পাইপ লাইন স্থাপনের পক্ষে.... বর্তমান নীতিমালায় আমাদের সমর্থন ইউনিকোল পাইপ লাইনের প্রতি। আমি সতর্ক করে দিতে চাই আমরা যখন এই প্রকল্পকে সমর্থন দিচ্ছি তখন ট্রানজিট দেশ বা দেশ সমূহের একটি আফগানিস্তানের কর্তৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত কোন সরকার নেই। এই দেশের মধ্য দিয়ে পাইপ লাইন প্রবাহিত হবে। তবে প্রকল্পের ব্যাপারে আমাদের সমর্থন আছে।

www.pathagar.com

--[ইউএস হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস "মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলোতে মার্কিন স্বার্থ" ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৮]

"সেন্টগ্যাস কাজ শুরু করতে পারবে না আফগানিস্তানে একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সরকার প্রতিষ্ঠা না পেলে।"

[মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলোতে মার্কিন স্বার্থ ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮।]

২০০২ সালের মে মাসে আফগানিস্তানের তেলের পাইপ লাইন প্রকল্পটির কাজ আরম্ভ হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য বর্তমান আফগান রাষ্ট্র প্রধান হামিদ কারজাই ইউনিকোলের একজন উপদেষ্টা ছিলেন।

ঠিক একইভাবে নতুন শতাব্দীতে মার্কিন আধিপত্যবাদের নীল নক্সা (Project for new American Century) মোতাবেক ১৯৯৭ সনে গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী সাদ্দামের হাতে কল্পিত গণবিধ্বংশী অস্ত্রের ধূঁয়া তুলে এই বছরের এপ্রিল মাসে (২০-০৩-২০০৩ থেকে ০৭-০৪-২০০৩) পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল রিজার্ভ সমৃদ্ধ দেশ ইরাককে দখল করে নেয় এ্যাংলো মার্কিন আগ্রাসী বাহিনী। এর ফলে মধ্যপ্রাচ্যের তেল রপ্তানীকারক দেশগুলোতে ইউরোর প্রভাব (ইরাক ২০০০ সালে ইউরো গ্রহণ করে) খর্ব হবে এবং ইস্রাইল সম্পূর্ণ ঝুঁকিহীন অবস্থায় তার সীমানা সম্প্রসারণে মনোযোগী হতে পারবে।

২। মার্কিন সরকারের ভাষ্য ঃ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার

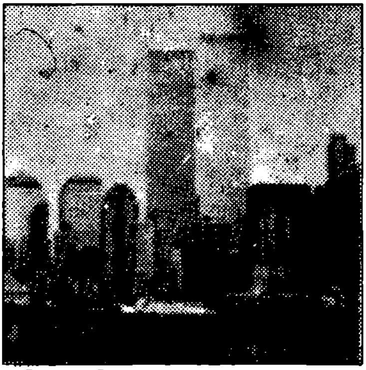

১। বাক্স কাঁটার ছুড়িতে সজ্জিত উনিশ জন আরব সন্ত্রাসী ১১ই সেপ্টেম্বর সকালে এক ঘন্টার মধ্যে যাত্রীভর্তি চারটি বোয়িং প্লেন ছিনতাই করে।

২। সন্ত্রাসীদের মধ্যকার বৈমানিকেরা বোয়িংগুলোর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় এবং নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন ডিসির লক্ষ্যবস্তুর দিকে দিক পরিবর্তন করে।

www.pathagar.com

৩। দুটি বিমান পরিকল্পিতভাবে টুইনটাওয়ারে আঘাত হানে এবং বিধ্বস্ত হয়। ফলে লেলিহান আগুনে কাঠামোর ভারবাহী ষ্টীল গলে যায় এবং পরিনতিতে টুইন টাওয়ারের পতন ঘটে।

৪। তৃতীয় বোয়িংটিকে সুচিন্তিতভাবে পেন্টাগনের সাথে সংঘর্ষে বিধ্বস্ত করা হয়।

৫। চতুর্থ প্লেনের যাত্রীরা সন্ত্রাসীদের পর্যুদস্ত করে কিন্তু প্লেনটি পেনসিলভেনিয়ায় বিধস্ত হয়।

৬। এটা ছিলো আমেরিকার উপর আক্রমন।

মার্কিন সরকার প্রতারনামুলক নিয়ন্ত্রিত প্রচারনা চালায় যে আরবদের নিয়ে গঠিত অতীতে অপরিচিত মার্কিন বিরোধী আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী সংগঠন আল-ক্বায়দার নেতা ওসামা বিন লাদেনের পরিকল্পনা এবং নির্দেশনায় এই হামলা পরিচালিত হয়েছে।

ওসামা বিন লাদেন

ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা বিস্ফোরনের পরিকল্পনাকারীরা যেমনটি চেয়েছিলো সাথে সাথে অধিকাংশ আমেরিকান এই প্রচারনা মেনে নেয় এবং ওসামা বিন লাদেনকে এই নির্মম ধ্বংস যজ্ঞের জন্য দায়ী ভাবে। সমগ্র আরব জগত মার্কিনীদের শত্রু হয়ে উঠে (যে প্রতিক্রিয়াকে অনেক ইসাইলী স্বাগতম জানিয়েছে)। যেহেতু আমেরিকা কর্তৃক তৃতীয় বিশ্বের শোষনের প্রতিবাদের প্রতীক

www.pathagar.com

ওসামা বিন লাদেন, অনেক আরবও বিশ্বাস করলেন ১১ই সেপ্টেম্বরের পিছনে ওসামার হাত আছে। কিন্তু ওসামা বিন লাদেন কখনও বলেননি তিনি সেপ্টেম্বর ১১ই হামলার পিছনে ছিলেন--- স্পষ্ট করে প্রকাশ্যে তিনি অস্বীকার করেছেন এই অভিযোগ।

ইতোঃপূর্বে আমি বলেছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলায় আমি জড়িত নই। মুসলিম হিসাবে আমি যথাসম্ভব মিথ্যাকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি। এই হামলাগুলো সম্পর্কে আমি কোনকিছুই জানতাম না। তাছাড়া নিরীহ মহিলা, শিশু এবং অন্যান্য মানুষের হত্যাকান্ডকে আমি প্রশংসনীয় ব্যাপার বলে মনে করিনা। নিরীহ মহিলা, শিশু এবং অন্যান্য লোকজনকে ক্ষতি করা থেকে বিরত থাকার জন্য ইসলামের কঠোর তাগিদ আছে। যুদ্ধের ক্ষেত্রেও এই নীতি প্রযোজ্য। ওসামা বিন লাদেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই মহিলা, শিশু এবং সাধারণ মানুষের সাথে সব ধরনের দূর্ব্যবহার করে যাচ্ছে...... ওসামা বিন লাদেন। পাকিস্তানী দৈনিক উম্মতের (করাচী) সাথে সাক্ষাত-কার, সেপ্টেম্বর ২৮,২০০১।

১১ই সেপ্টেম্বরের পর কাতারের আলজাজিরা টিভি ষ্টেশন থেকে প্রচারিত একটি ভিডিও ব্রডকাষ্টের (মার্কিন সামরিক বাহিনীর জ্যাকেট গায়ে ওসামা বিন লাদেন বক্তৃতারত.......... যা পাশ্চ্যত্যের পরিকল্পিত জালিয়াতি। কারণ বিষয়টি দাঁড়ায় যুদ্ধকালীন সময়ে সয়াস্তিকা হাতে বেঁধে জার্মান কর্ণেলের পোষাক পরে চার্চিল বক্তৃতা দিচ্ছেন) প্রেক্ষিতে কনডোলেজা রাইস ঘোষণা দেন যে, এই ভিডিও টেপই ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনায় ওসামা বিন লাদেনের সম্পৃক্ততার স্বীকৃতি। এটা ঠিক নয়-- রাইস সত্যিকার অপরাধীদের থেকে দৃষ্টি সড়িয়ে নেওয়ার অভিপ্রায়ে অফিসিয়াল লাইন রক্ষা করে “আরব সন্ত্রাসী"দের দায়ী করেছেন।

যাহোক, সরকারী ভাষ্যের আরো বিশদ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। কিন্তু দাপ্তরিক বর্ণনায় আর কিছুই পাওয়া যায় না। আমাদের কোন প্রকার প্রশ্ন ছাড়াই এই বক্তব্য বিশ্বাস করতে হবে-সাদামাটাভাবে এমনিই ভাবা হয়েছে। শোক-বিহবল মার্কিন জনতার বিরাট অংশই এই সরকারী গল্পে বিশ্বাস করেছে। কারণ এর মাঝে কিছুটা ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এমনকি যাদের জন্য

www.pathagar.com

বিশ্বাস আনা কঠিন ছিলো তারাও ১১ই সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাচ্ছিলো না। আর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সংবাদ উৎসগুলো বিশ্বকে বলছিলো-এইভাবেই ঘটনা ঘটেছে।

কিন্তু যুক্তিবাদী বিশ্লেষনের কাছে সরকারী বক্তব্য ধোপে টেকে না। প্রকৃত অর্থে এর মাঝে অনেক ছিদ্র আছে। শুধু ছিদ্র নয় সরকারী বক্তব্য হলো মার্কিন জনগণ এবং পৃথিবীবাসীকে বোকা বানাবার জন্য একটি উদ্দেশ্য-প্রনোদিত মিথ্যাচার ।

৩। নজিরবিহীন মিথ্যাচার

সরকারী ভাষ্য অনুযায়ী চারটি জেটলাইনার উনিশজন আরব সন্ত্রাসী কর্তৃক ছিনতাই হয়। তা ছাড়া সরকারী ভাষ্যকে সমর্থন দিয়ে মার্কিন প্রচার মাধ্যমে উনিশজন আত্মঘাতি সন্ত্রাসীর নামসহ টুইন টাওয়ার হামলার সাথে জড়িত প্রধান আল-ক্বায়দা-সদস্যদের নাম প্রকাশ করা হয়।

খালিদ শেখ মুহাম্মদ

খালিদ শেখ মুহাম্মদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ--বেসামরিক প্লেনকে ব্যবহার করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর আঘাত হানার ধারণা তার। ছিনতাইকারীদের উপায়-উপকরণ সরবরাহ করার জন্য **মুনীর মোত্তাককে** অভিযুক্ত করা হয়। ইন্দোনেশীয় নাগরিক **হাম্বলীর** বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় যে শেখ মুহাম্মদের প্রথম দিককার ষড়যন্ত্রে অর্থের যোগান দিয়েছে এবং ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার পিছনে তার সহযোগিতা ছিলো। **ইয়াজীদ সুফাতকে** বন্দী করা হয় কুয়ালালামপুরে আল-কায়দা এজেন্টদের সভা অনুষ্ঠানে সহায়তা করার জন্য। **সাইদ বাহাজী** অভিযুক্ত হয় ছিনতাইকারীদের সহযোগিতা প্রদানের জন্য। **রামজী বিন**

মুনীর মোত্তাক

www.pathagar.com

হাম্বলী

রামজী বিন আল শিব

আল-শিব ছিনতাইকারীদের উদ্দেশ্যে অর্থ প্রেরণের জন্য অভিযুক্ত হোন। ইউসুফ, মুরাদ এবং ওয়ালী শাহ্ সবাই খালিদ মুহাম্মদের সাথে হামলার পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণের জন্য অভিযুক্ত হয়। মরোক্কয় গেফতারকৃত **মুহাম্মদ হায়দারের** বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিলো আল-কায়দার সদস্য সংগ্রহের। মুহাম্মদ বিন নাসের বেল ফাসের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ। ইউনাইটেড আরব আমিরাতস থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিনতাইকারীদের কাছে হাজার হাজার ডলার প্রেরণের জন্য আল-কায়দার অর্থ বিষয়ক কর্মকর্তা মুস্তফা আহমেদ আল হাওয়াসয়াভির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনীত হয়।

মুহাম্মদ হায়দার

এইভাবে সরকারী মিথ্যাচারের সাথে সামন্তরাল প্রতিযোগিতায় নামে ইহুদী নিয়ন্ত্রিত মার্কিন প্রচার-মাধ্যম। সারা পৃথিবীব্যাপী মুসলমানদের চিহ্নিত করা হয় সন্ত্রাসী জনগোষ্ঠিরূপে।

১৯৯৩ তে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা হামলার পর মার্কিন প্রশাসন একই ধরনের কৌশল অবলম্বন করেছিলো। বোমা হামলার অব্যবহিত পর এফবিআই ডাইরেক্টর **জেমস ফক্স** ঘোষণা দেন **ওমর আবদেল রহমানের** একজন অনুসারী **মুহাম্মদ সালেমাহ** এই বোমা হামলার জন্য দায়ী। পরবর্তীতে প্রমাণিত হয় মোশাদ অপারেটিভ **জঁসে হাদাস** এই বোমা হামলার নেপথ্য পুরুষ। **"সংকটাপন্ন সময়ে বিব্রতকর প্রশ্ন"- জেমস এস এদাম**।

আমেরিকার রাজনৈতিক মদদে আরবদের বিরুদ্ধে যেভাবে বর্বর ইস্রাইলী আগ্রাসন পরিচালিত হচ্ছে সেক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর আত্মঘাতি হামলা করার জন্য আরবদের অনীহার কোন কারণ থাকার নয়। যদিও একটি অভিযানে উনিশজনকে জড়ো করা কিছুটা কঠিন ব্যাপার।

www.pathagar.com

জঁড়ো করা গেলেও বোয়িং ৭৫৭ এবং ৭৬৭ চালানোর মতো আরব কোথায় পাওয়া যাবে (অভিযুক্ত জেট ছিনতাইকারীদের মধ্যে কেউই পেশাগত পাইলট ছিলো না)? কমসে কম চারজন উচ্চ প্রশিক্ষিত বৈমানিকের প্রয়োজন ছিলো।

প্রচার করা হয়--অভিযুক্ত ছিনতাইকারী পাইলট **মুহাম্মদ আতা, মারওয়া নাল আল-শেহ্হী** এবং **হানী হানযুর** পাইলটের প্রশিক্ষণ লাভ করেছে (সুত্র- সি.আই.এ)। কিন্তু এমনকি একক ইঞ্জিন বিশিষ্ট হালকা প্লেন চালনায় তাদের অদক্ষতা সম্পর্কে তাদের ফ্লায়িং শিক্ষগণ বিচলিত ছিলেন। এয়ারপোর্টের প্রধান ফ্লাইট ইন্সট্রাকটার মার্সে বার্নাড বলেনঃ-

বিমান বন্দরের ইন্সট্রাক্টর সহ হানী হানযুর সেসনা-১৭২ বিমানে আগষ্টের দ্বিতীয় সপ্তাহের শুরু থেকে তিনবার আকাশে উড়েছে। বিমান বন্দর থেকে একটি প্লেন ভাড়া করার ইচ্ছে ছিলো তার...... তিনবার আকাশে উড়ার পর স্কুলের ইন্সট্রাক্টাররা বার্নাডকে জানিয়েছে তাদের বিশ্বাস হানযুর এখনোও একা উড়তে সক্ষম নয়...প্রিন্স জর্জেস জার্নাল (ম্যারিল্যান্ড) ১৮-৯-২০০১।

হানী হানযুর

মার্কিন সরকারী ব্যাখ্যা অনুযায়ী আমাদের বিশ্বাস করতে হবে বিমানে আরোহী ছিনতাইকারীর দল বাক্স কাটার ছুড়ি দিয়ে ফ্লাইট এটেনডেন্টদের পর্যদুস্ত করে পাইলটদের কেবিনে গিয়ে আটজন পেশাদার পাইলটকে কাঁবু করার পর বিমানগুলোর নিয়ন্ত্রন গ্রহন করে। পাইলটদের মধ্যে কেউ কেউ প্রাক্তন সামরিক বাহিনীর সদস্য হওয়া সত্ত্বেও কোন প্রকার প্রতিরোধ করেনি। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আরব পাইলটরা ফ্লাইট ম্যানুয়েলের সাহায্যে পেশাদার সামরিক পাইলটের ন্যায় নিখুঁতভাবে আকাশ পথ অনুসরন করে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করেছে! (পেন্টাগনে সামরিক দক্ষতায় কথিত জেট আঘাত হেনেছে) অবাক ব্যাপার, প্রথম বিমান হামলার প্রায় এক ঘন্টা পর পেন্টাগণে আঘাত হানা হয়। অথচ, আমেরিকার আকাশ রক্ষার দায়িত্বে

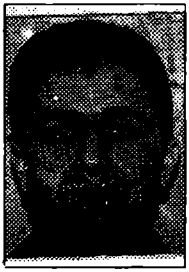

মুহাম্মদ আতা

www.pathagar.com

নিয়োজিত মার্কিন বিমান বাহিনী সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় রাইলো। এ কি বিশ্বাসযোগ্য?

৪। মার্কিন **সরকারের ভাষ্য ঃ পেন্টাগন**

নিউইয়র্ক টাইমসে (ইন্টারন্যাশনাল হ্যারল্ড ট্রিবুন ১৭-১০-২০০১, পা-৮) সরকারী ভাষ্য যেভাবে এসেছে বোয়িং ৭৫৭, এ এ ফ্লাইট ৭৭ ঘন্টায় ৫০০ মাইল বেগে ২৭০ ডিগ্রী কোনে ৭০০০ ফুট নীচে নেমে এসে পেন্টাগনে আঘাত করে। বোয়িং অনুভূমিক বক্রপথে (যাতে পেন্টাগণের সর্বোচ্চ ক্ষতি হয়) এতো নীচে নেমে আসে যে রাস্তার দুধারের বিদ্যুতের তার ছিড়ে যায় (কিন্তু যেভাবেই হোক বোয়িং ৭৫৭'র পাখার বিস্তৃতির চেয়ে কম প্রশস্ত দুটি বিদ্যুৎ স্তম্ভের মাঝ দিয়ে প্লেনের গলিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়) ।

আমাদেরকে বলা হলো (নিশ্চয়ই বিশ্বাস আনার লক্ষ্যে) যে হানি হানযুর নামক আরব পাইলট বোয়িং পরিচালনা করেছে। ২০০১ এর আগষ্ট বোয়িস (Bowie's Maryland Freeway airport) **মেরিল্যান্ড ফ্রীওয়ে এয়ারপোর্টের প্রধান ফ্লাইট ইন্সট্রাকটর** ঘোষনা দেন এমনকি **সেসনা-১৭২** (Cessna-172) এককভাবে চালানোর দক্ষতা অর্জিত হয় নি হানযুরের **(ব্যাপারটি এক্ষেত্রে কি রহস্যময় নয় ?)**।

টুইন টাওয়ার পতনের পর ২০০২ এর ফেব্রুয়ারীর আগ পর্যন্ত পেন্টাগণে হামলার বিষয়টি তেমন গুরুত্ব পায়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ওয়েবসাইটস্থ কিছু ছবি নিয়ে একটি ফরাশী ওয়েবসাইট (www.asile.org/citoyens/numero13/pentagone/erreurs_en.htm) প্রকাশ পায়। এই ছবিগুলোর কারনে পেন্টাগনে বোয়িং-৭৫৭ জেটলাইনার আঘাত করেছে- সরকারী বক্তব্যের উপর সন্দেহ ঘনীভূত হয়।

www.pathagar.com

উদাহরন স্বরূপ এখানে বোয়িং যেখানে বিধ্বস্ত হয়েছে সে স্থানের ছবি নং-১ দেখুন (ঘটনা ঘটার অল্প কিছুক্ষন পরেই, কারন আগুন এখনো জ্বলছে)। আপনারা কি দেখতে পাচ্ছেন বোয়িং ৭৫৭'র ১০০ টন ধাতব বস্তুর (ইঞ্জিন, পাখা এবং লেজের অংশ সহ) কোন অবশিষ্টাংশ এখানে বর্তমান ?

এখানে আরেকটি সুন্দর দৃশ্য (ছবি -২)। বোয়িং এর পাখা কোথায় গেলো? ধারনা করা যায় দালানের এক অংশে (দালানের বিধ্বস্ত অংশের বাম এবং ডান দিকে) বোয়িং-৭৫৭ আঘাত করার সাথে সাথে ইঞ্জিন সংযুক্ত ডানাদ্বয় ছিটকে পড়বে এবং পেন্টাগনের সম্মুখবর্তী তৃনাবৃত ভূমিতে ডানা ও লেজের খন্ডিতাংশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে। ২নং ছবিতে কোন খন্ডিতাংশ কি দেখা যাচ্ছে অথবা ফরাশী ওয়েব সাইটের অন্য কোন ছবিতে ? **একটি বা দুটি ইঞ্জিনের অস্তিত্ব কোথায় ? নাইত। কৌতুহল জাগছে ....**
এমনকি হতে পারে না যে কোন বোয়িং ৭৫৭ পেন্টাগনে আঘাত করেনি ?

ছবি-১

ছবি-২

খেয়াল করুন ফরাসী ওয়েব সাইট বলছে না যে কোন বিমান পেন্টাগনে আঘাত করেনি। ধরে নেয়া যাক পেন্টাগন বিধ্বস্ত হবার মূল কারন ট্রাক-বোমা (এসোসিয়েটেড প্রেসের প্রথম রিপোর্টে বলা হয় বোমা-ভর্তি ট্রাক পেন্টাগনে আঘাত করেছে)। কোন বিমান পেন্টাগনে বিধ্বস্ত হয়নি। কিন্তু সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষন জানিয়ে দিচ্ছে ফরাসী ওয়েব সাইটের বক্তব্য শুধুমাত্র এই যে পেন্টাগন **বোয়িং ৭৫৭ এর** কারণে ক্ষতিগ্রস্থ হয়নি । তা হলে পেন্টাগন বিধ্বস্ত হলো কিভাবে? ৩নং ছবিটি বাইরের দেয়াল -পতনের আগের ঘটনাস্থল। ৪ নং ছবিটি ঘটনাস্থলের নিকটতম দৃশ্য।

www.pathagar.com

লক্ষ্য করুন বোয়িং এর আঘাতের ফলে সৃষ্ট বিরাট গর্ত। বোয়িং ৭৫৭ (কথিত) প্রচন্ড জোড়ের সাথে আঘাত করে দালানের ভিতরে হারিয়ে গেলো (অনুসন্ধানকারীরা বোয়িং এর কোন ধ্বংসাবশেষই খুঁজে পেলো না)? ....না ? .... সত্যিকার অর্থে পেন্টাগনে **মিসাইল** আঘাত করেছে এমনও হতে পারে ? মিসাইল বাইরের দেয়ালে আঘাত করায় সৃষ্টি হয়েছে ক্ষুদ্রাকৃতি গর্ত। কয়েক ঘন্টা পর সুযোগ মতো দেয়ালটির পতন ঘটানো হয়েছে **(অনুমান করা যেতে পারে ঐ দুই বা তিন মিটারের গর্ত দিয়ে বোয়িং ৭৫৭ প্রবেশ করতে পারে কেউই বিশ্বাস করবে না- তারা বুঝতে পেরেছিলো)।**

ছবি-৩

ছবি-৪

আরেকটি প্রশ্ন ঃ এএ ফ্লাইট৭৭(AA Flight77) এ **ছাপ্পান্ন থেকে চৌষট্টি জনের মতো যাত্রী এবং ক্রু ছিলো** যদি পেন্টাগনের গায়ে প্লেনটি আঘাত করে তাহলে **মৃত দেহগুলো কোথায় গেলো? যাত্রীদের মালপত্রেরই বা হদিশ কোথায় ?** এই দুটি কখনোই দৃষ্টিগোচরে আসেনি। প্রতিটি বিমান দূর্ঘটনায় মৃত দেহ পাওয়া যায় (অগ্নিদগ্ধের মাত্রা যতোই ভয়াবহ হোক)। এএ ফ্লাইট৭৭(AA .Flight77) এর কোন যাত্রীর দেহাবশেষ কি সৎকারের উদ্দেশ্যে তাদের নিকটজনের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে ? না ? ঘটনাতো এমন হতে পারে যে এএ ফ্লাইট৭৭(AA Flight77) এর যাত্রীরা পেন্টাগনে হামলার জন্য মৃত্যু বরন করে নি? সম্ভবতঃ তারা অন্য কোথাও মুত্যু বরন করে থাকবে যেমন **পেনসিলভিনিয়ায়?**

www.pathagar.com

ছবি-৩-৪-এ হামলার অব্যবহিত পরেই পেন্টাগনের মূল দালানটি দেখা যাচ্ছে। লক্ষ্য করলেই দেখতে পারবো প্লেনটি নীচের তলায় আঘাত করেছে। উপরের চারটি তলা সকাল ১০.১০ এর দিকে ধ্বংস হয়ে পরেছে। দালানটি ২৬গজ উচুঁ।

ছবি-৫

কিভাবে সম্ভব- **১৪.৯ গজ উঁচু, ৫১.৭ গজ লম্বা, ৪১.০৫ গজ প্রশস্ত ডানা** এবং **৩.৮ গজ উঁচু ককপিটের** একটি বোয়িং পেন্টাগনের শুধুমাত্র নীচ তলায় আঘাত লেগে বিধস্ত হয়?

আবার চলুন ফিরে যাই ফরাসী ওয়েব সাইটে। ছবি-৫ এ দেখা যাচ্ছে ট্রাক থেকে পেন্টাগনের সম্মুখবর্তী মাঠে বালি এবং এর পিছনে বুলডোজার থেকে ঘাসের আচ্ছাদনের উপর পাথরের নুড়ি ছড়ানো হচ্ছে।

বিষয়টি বোধগম্য নয়--আক্রমনে ক্ষতিগ্রস্থ না হওয়া সত্বেও প্রতিরক্ষা সচিব উঠোনে কেনো বালু দিয়ে ঢেকে দেবার প্রয়োজন বোধ করলেন? ৬ নং ছবিতে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে পেন্টাগনের আকাশে বোয়িং ৭৫৭-২০০ এর ছবি কৃত্তিমভাবে স্থাপন করা হয়েছে। আপনারা ব্যাখ্যা করুন বিমানের ডানা কোথায় গেলো তারা কোন ক্ষতিসাধন করলো না কেনো? আপনারা কেউকি বোয়িং দেখতে পেলেন?

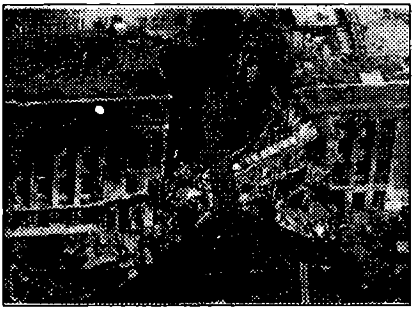

ছবি-৬

২০০১ এর ১২ই সেপ্টেম্বরে পেন্টাগনে অনুষ্ঠিত সহকারী প্রতিরক্ষা সচিবের সাথে আরলিংটন কান্টি ফায়ার চীফ, এডপ্লগারের প্রেস কনফারেন্সের সূত্রে প্রশ্ন হলো কান্টি ফায়ার চীফ বিমানের ধ্বংসাবশেষ সম্পর্কে রিপোর্টারদের কিছু বলতে পারলেন না কেন ?

www.pathagar.com

তারপরেও ঘটনার সরকারী ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করতে হবে ?

ইউএ ফ্লাইট ৯৩ (UA Flight 93) এর ছিনতাইকারীদের বিরুদ্ধে সাহসী যাত্রীদের যে ভূমিকা নিউজ উইকে প্রকাশিত হয়েছে এর সম্পূর্ণটাই কাল্পনিক এবং অতিরঞ্জিত। হলিউডের ছোট ছোট স্ক্রিপ্ট লিখতে প্রশিক্ষিত কোন মনস্তাত্বিক যুদ্ধের আপরেটিভ সাহসী যাত্রীদের গল্প বানিয়েছে আর মিডিয়ার কোন লম্পট মালিক তা ছড়িয়েছে। বিপন্ন যাত্রীরা সেল ফোনে তাদের আত্মীয়দের ডেকেছিলো (এ বক্তব্য সত্য হতে পারে। কারণ তাদেরকে ডাকতে বলা হয়েছিলো শ্রীঘ্রই প্রকাশিতব্য সরকারী ভাষ্যকে সমর্থন দেবার জন্য)। কথিত সেল ফোনে কেউই **আরব হাইজাকারদের** কথা উল্লেখ করেনি। **কেনো করেনি** ? কারণ সেখানে কোন আরব হাইজ্যাকার ছিলো না।

৫ আসলে কি ঘটেছিলো!

১১ই সেপ্টেম্বরের বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলোকে আলাদা আলাদা না দেখে এক সূত্রে গেঁথে পুরোপরি বুঝতে পারলে দেখা যাবে যে মূল পরিকল্পনাটি কার্যকর করা হয়েছে তা কতো সাধারণ। পরিকল্পনাটির পুরোটুকু না হলেও প্রায় সম্পূর্ণটুকু বাস্তবায়িত করা হয়েছিলো কোন প্রকার বিপত্তি ছাড়াই। স্নেক প্লিসকিন (Snake Plissken) ছদ্মনামে একজন ইনফর্মার ৯-১১ঃ দি ফ্লাইট অব দি বামবল প্লেনস নামক নিবন্ধে ওয়েব পেজ সম্পাদক ক্যারল ভ্যালেন্টাইনের কাছে পরিকল্পনাটি প্রকাশ করেন।

সংক্ষিপ্তভাবে বলতে গেলে আরবদের দ্বারা নয় তথাকথিত মার্কিনীরা (বেসামরিক **"রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও গোয়েন্দা" সংস্থার এজেন্ট, সিআইএর মতো প্রতিষ্ঠানগুলো, মার্কিন বিমান বাহিনীর উচ্চ পদবীধারী কর্মকর্তা এবং মার্কিন প্রশাসনের শীর্ষ স্থানীয় কর্মকর্তা) সম্ভবতঃ ইস্রাইলীদের সাথে** মিলিতভাবে এই ষড়যন্ত্রের জন্ম দেয়ঃ

ক) চারটি বেসামরিক বিমানের নিয়ন্ত্রণ নিতে হবে।

খ) টুইন টাওয়ার এবং পেন্টাগনে হামলার মাধ্যমে ব্যাপক জীবনহানি ঘটাতে হবে।

www.pathagar.com

গ) ঘটনাবলীকে এমনভাবে সাজাতে হবে যাতে মনে হয় এই বিমানগুলোকে হামলায় ব্যবহার করা হয়েছে।

ঘ) হামলায় অংশগ্রহণকারী নয় ঘটনার নিরুৎসাহী সাক্ষী বেসামরিক বিমানগুলোর যাত্রীদের হত্যা করতে হবে।

ঙ) এই সব হামলার জন্য "আরব সন্ত্রাসীদের" অভিযুক্ত করতে হবে। মধ্যপ্রাচ্য এবং এশিয়ায় **"আমেরিকার শত্রুদের"** বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করার লক্ষ্যে আনীত অভিযোগকে প্রেক্ষিত হিসেবে ব্যবহার করতে হবে। **আসল উদ্দেশ্য হবে ঐ সব দেশের তেল এবং খনিজ সম্পদের কর্তৃত্ব গ্রহণ করা।**

দীর্ঘকাল ব্যাপী ষড়যন্ত্রের রূপরেখা প্রণীত হলে মার্কিন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কথিত সন্ত্রাসীদের নিয়োগ দেয়। সন্ত্রাসীদের তারা অর্থ (পাকিস্তানী আইএসআই অপারেটিভদের মাধ্যমে), মার্কিন ভিসা, মার্কিন বিমান স্কুলে প্রশিক্ষণ এবং দরকারী তথ্য দিয়ে সব ধরনের সাহায্য করে। সন্ত্রাসীরা পরিকল্পনা কার্যকর করতে পারবে এমন ধারণা ছিলো না (কারণ ১৯৯৩ এ ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের উপর হামলায় তাদের পূর্বসূরীরা তালগোল পাকিয়ে নিজদের অযোগ্য প্রমাণিত করেছিলো) বরং এদের **"ব্যবহারের উপযুক্ত নির্বোধ"** হিসেবে আপাতঃগ্রাহ্যরূপে অভিযুক্ত করা হবে (যেমনটি ওকলাহোমা সিটি বোম্বিং এ টিমথী মেকভেইকে **"ব্যবহারের উপযুক্ত নির্বোধ"** হিসেবে অভিযুক্ত করা হয়েছে)। মূল পরিকল্পনাটি ছিলো বিশাল যার বাস্তবায়নে ভকিষ্যত ছিনতাইকারীরা সক্ষম ছিলেন না। তাদের যন্ত্রপাতি এবং টুইন টাওয়ারে প্রবেশের পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিলো যা তাদের ছিলো না।

১১ই সেপ্টেম্বরে যা ঘটেছিল তার সম্ভাব্য বর্ণনা পেশ করা হলো (কিছু ব্যতিক্রম উল্লেখ করা হয়েছে) ঃ

১। দূর থেকে নিয়ন্ত্রণযোগ্য (Remote Controlled) যাত্রীবিহীন তিনটি প্লেনকে মার্কিন সামরিক বাহিনীর লোকেরা (সম্ভবতঃ North

www.pathagar.com

American Aero Space Defence Command) প্রস্তুত রাখে ঃ

o উচ্চ মাত্রার বিস্ফোরক ভর্তি বা মিসাইল বহনে সক্ষম অথবা বিস্ফোরক ও মিসাইল সহ একটি মিলিটারী জেট।

o মিসাইল সজ্জিত একটি এফ-১৬ জেট ফাইটার।

o একটি বোয়িং ৭৬৭ যাকে ইউনাইটেড এয়ার লাইনসের জেটের মতো রং করা হয়েছে (একে "নকল ফ্লাইট ১৭৫" বলা যায়)।

গ্লোবাল হক-মার্কিন বিমান বাহিনীর দূর নিয়ন্ত্রিত যাত্রীবিহীন জেট যার পাখার দৈর্ঘ্য বোয়িং ৭৩৭ এর পাখার অনুরূপ

* বিকল্প তত্ত্ব হলো এফ-১৬র বদলে AGM-86C ক্রুস মিসাইল ব্যবহার করা হয়েছে। বি-৫২ থেকে এই মিসাইল নিক্ষেপ করা যায় এবং GPS নিয়ন্ত্রনে লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত হানতে সম্ভব। বিস্ফোরনের সাথে ২০০০° সেন্টিগ্রেডের চেয়ে বেশী তাপ সৃষ্টি হয়।

এফ-১৬

২। তাদের সিআইএ এবং এফবিআই-অভিভাবকদের কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে ১১ই সেপ্টেম্বর খুব সকালে মোহাম্মদ আতা এবং অন্যান্য আরবরা আমেরিকান এয়ারলাইনস এবং ইউনাইটেড এয়ারলাইনসের প্লেনে আরোহন করে। এয়ারপোর্টের নিরাপত্তা ক্যামেরাগুলোতে আতা এবং অন্যান্যদের ছবি রেকর্ড করা হয় যাদের পরবর্তীতে **"ছিনতাইকারী"** হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়।

www.pathagar.com

৩। চারটি বেসামরিক জেট প্লেন উড্ডয়ন করে ঃ

- ১১ জন ক্রু সদস্য, ৭৯ থেকে ৮২ জন যাত্রীসহ (ক্যাপাসিটির প্রায় ৩৯%) সকাল ৭টা ৫৯ মিঃ-এ এএ ফ্লাইট৭৭(AA Flight77) এবং বোয়িং ৭৬৭ (Boeing 767) লসএঞ্জেলসের উদ্দেশ্যে বোষ্টনের লগান (Logan) বিমানবন্দর ত্যাগ করে (এটা সেই জেট সরকারী ভাষ্যে যেটা উত্তর টাওয়ারে আঘাত করেছে)।
- ৬ জন ক্রু সদস্য এবং ৫০ থেকে ৫৮ জন যাত্রীসহ (ক্যাপাসিটির প্রায় ২৭%) এএ ফ্লাইট৭৭(AA Flight77) এবং বোয়িং ৭৫৭ (Boeing 757) ৮টা ১০ মিঃ-এ লসএঞ্জেলসের উদ্দেশ্যে উত্তর ভার্জিনিয়ার (North Virginia) ডুলেস (Dules) বিমান বন্দর ত্যাগ করে (এই সেই কথিত জেট যা পেন্টাগনে আঘাত করেছে)।
- ৯ জন ক্রু সদস্য এবং ৪৭ থেকে ৫৬ জন যাত্রীসহ (ক্যাপাসিটির প্রায় ২৬%) ইউএ ফ্লাইট১৭৫ (UA Flight 175) এবং বোয়িং ৭৫৭ (Boeing 757) সকাল ৮টা ১৩ মিঃ এ লসএঞ্জেলসের উদ্দেশ্যে বোস্টনের লগান (Logan) বিমানবন্দর ত্যাগ করে (সরকারী বর্ণনায় এই প্লেনটি সাউথ টাওয়ারে আঘাত করেছে)। সানফ্রান্সিসকোর উদ্দেশ্যে ইউএ ফ্লাইট৯৩ (UA Flight 93) এবং বোয়িং ৭৫৭ (Boeing 757) এর নিউয়র্ক এয়ারপোর্ট (Nework Airport) ত্যাগের নির্ধারিত সময় ছিলো সকাল ৮টা ১ মিঃ। কিন্তু দেরী হবার কারণে সকাল ৮টা ৪১মিঃ এ ৭ জন ক্রু সদস্য এবং ২৬ থেকে ৩৮ জন যাত্রীসহ (ক্যাপাসিটির প্রায় ১৬%) প্লেন দুটি নির্ধারিত গন্তব্যের লক্ষ্যে নিউয়র্ক ত্যাগ করে (এই সেই জেট যেটা পেনসিলভেনিয়ায় বিধ্বস্ত হয়)।

৪। দূর নিয়ন্ত্রণের (Remote Control) মাধ্যমে নকল ফ্লাইট ১৭৫ (Pseudo Flight 175) সামরিক ঘাটি থেকে উড্ডয়ন করে। উড়ে এসে ইউএ ফ্লাইট ১৭৫ (UA Flight 175) এর চলার পথে প্রবেশ করে। ইউএ ফ্লাইট ১৭৫ (UA Flight 175) এর দিক অনুসন্ধানী

www.pathagar.com

রাডার অপরেটররা দেখতে পায় **দুটি উজ্জ্বল আলোক বিন্দু মিলে যাচ্ছে।**

৫। আকাশে উড়ার আধ ঘন্টার পর চারটি বেসামরিক বিমানের পাইলটকে রেডিওর মাধ্যমে জানানো হয় সন্ত্রাসীদের দ্বারা আমেরিকা আক্রান্ত। তাদেরকে রেডিও সিগনাল গ্রহণকারী ও প্রেরণকারী যন্ত্র (Transponder) বন্ধ করে আমেরিকার উত্তর পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত একটি সামরিক ঘাটিতে বিমানগুলোকে অবতরন করার জন্য বলা হয় (সামরিক ঘাটির দিক নির্দেশনা দিয়ে দেয়া হয়- উত্তর ভার্জিনিয়ার চার্লস্টনের নিকট ইয়েগর বিমান বন্দর)।

৬। পাইলটরা নির্দেশ মেনে চলার পথ পরিবর্তন করে।

৭। নকল ফ্লাইট ১৭৫ নিউইয়র্কের দিকে দিক পরিবর্তন করে। রাডার অপাটেরদের কাছে মনে হয় ইউএ ফ্লাইট ১৭৫ (UA Flight 175) ম্যানহাটনের দিকে উড়ে যাচ্ছে।

৮। ইউএ ফ্লাইট ৯৩ (UA Flight 93) এর যাত্রীদের বিশ্বাস করানো হয় যে তাদের প্লেনটি ছিনতাইকারীদের কবলে পরেছে। সেল ফোনের মাধ্যমে নিকট আত্মীয়দের ডাকার জন্য তাদের পরামর্শ দেয়া হয় (এইভাবে পরবর্তীতে সরকারী ভাষ্যকে সমর্থন যোগানের উদ্দেশ্যে ভুয়া প্রমাণ সৃষ্টি করা হয়)।

৯। দুর নিয়ন্ত্রনের সাহায্যে সামরিক জেট আকাশে উড়ে এবং (সম্ভবতঃ ফ্লাইট ১১ এর চলার পথে প্রবেশ করে রাডার অপারেটরদের সন্দিহান করে তোলার জন্য) সকাল ৮ টা ৪৫ মিঃ এ নর্থ টাওয়ারের মুখোমুখি হয়। জেট প্লেন নর্থ টাওয়ারের ভিতরকার পূর্বে স্থাপিত বোমার বিস্ফোরণের মধ্যে নর্থ টাওয়ারের গায়ে বিধ্বস্ত হয়। (ফ্লোরিডার একটি স্কুলে বসে জর্জ ডাব্লু বুশ ক্লোজ সার্কিট টিভিতে বিস্ফোরনের দৃশ্য দেখেন)

www.pathagar.com

১০। দূর নিয়ন্ত্রনের (Remote Control) সাহায্যে নকল ফ্লাইট ১৭৫ ম্যানহাটানের দিকে অগ্রসর হয় এবং সকলা ৯টা ৩ মিঃ এ সাউথ টাওয়ারে বিধ্বস্ত হয়। ১০০ টন ওজনের বোয়িং ৭৬৭ কে দূর নিয়ন্ত্রনের মাধ্যমে পরিচালনার অভিজ্ঞতা না থাকায় বোয়িং এর নিয়ন্ত্রকেরা প্রায় সাউথ টাওয়ারের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কৌনিকভাবে এক কোনায় আঘাত করতে সক্ষম হয়। বেশীর ভাগ জেট জ্বালানী সাউথ টাওয়ারের কোনা দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং দালানের বাইরে প্রচন্ড বিস্ফোরনে আগুনের বিশাল কুন্ডলীর সৃষ্টি করে। (বোয়িং ৭৬৭ এর আঘাত এবং আগুনের কুন্ডলীর দৃশ্য অনেকের ক্যামেরাতে ধারণ করা আছে।)

১১। জাতির কাছে জর্জ ডাব্লু বুশ ঘোষণা দেন যে তিনি কিছু ফোন কল করেছেন এবং তারপর আট ঘন্টার জন্য আত্মগোপন করেন। এখনও আকাশে (কথিত ছিনতাইকৃত) দুটি প্লেনের গতি রোধ করার লক্ষ্যে দ্রুত আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ওয়াশিংটনের নিকটস্থ ঘাঁটিগুলোর মার্কিন বিমান বাহিনীর জেটগুলোকে আদেশ দানে জর্জ বুশ ব্যর্থ হোন। বিমান বাহিনীর অন্যকোন অফিসারও উড়ন্ত প্লেনগুলো বাধা দেবার জন্য জেটগুলোকে আদেশ দিলো না। প্রথম বাণিজ্যিক জেট আকাশ পথে হারিয়ে যাবার এক ঘন্টা এবং নর্থ টাওয়ারে বিস্ফোরনের ৪৫ মিঃ পর বিমান বাহিনীর জেটগুলো আকাশমুখী হয়।

১২। দূর নিয়ন্ত্রনের সাহায্যে এফ-১৬ (F-16) ফাইটার দ্রুত গতিতে ওয়াশিংটন ডিসির দিকে উড়ে যায় (সম্ভবতঃ এএফ্লাইট ৭৭ চলার পথের উপর দিয়ে)। ভূমি বরাবর নেমে এসে আনুভূমিকভাবে পেন্টাগনের মুখোমুখি হয়। এফ-১৬ মিসাইল নিক্ষেপ করে এবং তারপর পেন্টগনের সাথে ধাক্কা খেয়ে বিধ্বস্ত হয় (সকাল ৯টা ৩৮ মিঃ)। এর ইঞ্জিন পেন্টাগনের কয়েকস্তর ভিতরে প্রবেশ করে।

www.pathagar.com

বিকল্প তত্ত্ব হলো এজিএম-৮৬ সি (AGM-86) মিসাইল পেন্টাগনে আঘাত করেছে। মিসাইল পেন্টাগনের কয়েকটি দালানের স্তর ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে। সম্মুখবর্তী প্রত্যেক দেয়ালে অধিকতর বড় গর্ত সৃষ্টি হয়।

১৩। এরই মধ্যে (সকাল ৯টা ১৫ মিঃ থেকে ৯টা ৪৫ মিঃ এর মধ্যে চারটি এএ (AA) এবং ইউ এ (UA) জেট নির্দেশিত সামরিক ঘাটিতে অবতরন করে। এএ ফ্লাইট ৭৭, এএ ফ্লাইট ১১ এবং ইউএ ফ্লাইট ১৭৫ এর ১৯৯ জন (পরে তালিকাভূক্ত) যাত্রী এবং ক্রুকে ইউএ ফ্লাইট ৯৩ তে উঠানো হয়। এখানে তাদের সাথে যোগ দেয় আরো তেত্রিশ জন (পরে তালিকাভূক্ত) যাত্রী এবং ক্রু। যাত্রী এবং ক্রু মিলিয়ে সর্বমোট সংখ্যা দাড়ায় ২৩২জন। ইউএ ফ্লাইট ৯৩ (UA Flight 93) তে বিস্ফোরক ভর্তি করা হয়।

১৪। বিমান হামলার ৫৬ মিঃ পর নিয়ন্ত্রিত পতনের (Controlled demolition) মাধ্যমে সাউথ টাওয়ার ধ্বংশ করা হয় (সকাল ৯টা ৫৯ মিঃ)।

১৫। সকাল ১০টা বা ১০টা ১৫র দিকে ইউএ ফ্লাইট ৯৩ (UA Flight 93) সামরিক ঘাটি থেকে উড্ডয়ন করে (দূর নিয়ন্ত্রনের সাহায্যে অথবা নিজ ভবিষ্যত সম্পর্কে অনবহিত সামরিক বাহিনীর কোন পাইলটের নেতৃত্বে) এবং "ভুয়া সন্ত্রাশী" হামলার উদ্দেশ্যে ওয়াশিংটনের দিকে উড়ে যায়।

১৬। বিমান হামলার ১ ঘন্টা ৪৫ মিঃ পর নিয়ন্ত্রিত পতনের (Controlled demolition) মাধ্যমে নর্থ টাওয়ার ধ্বংশ করা হয় (সকাল ১০টা ২৯ মিঃ)।

www.pathagar.com

১৭। হয় ইউএ ফ্লাইট ৯৩ (UA Flight 93) তে রাখা বিস্ফোরকে বিস্ফোরন ঘটেছে অথবা মার্কিন বিমান বাহিনীর এফ-১৬ (F-16) ফাইটার জেট থেকে নিক্ষিপ্ত মিসাইলে পেনসিলভিনিয়ার উপর ফ্লাইট-৯৩ টুকরা টুকরা হয়ে যায় (নিউইয়র্ক বিমান বন্দর হতে উড্ডয়নের প্রায় দু'ঘন্টা পর সকাল ১০টা ৩০ মিঃ এ)। রয়টার্রস সেপ্টেম্বর ১৩, ২০০১ এর সূত্রে প্রকাশ এলাকার বাসিন্দাদের আকাশে দ্বিতীয় প্লেন (F-16) গোচরীভূত হয় এবং এলাকাবাসী আকাশ থেকে প্লেনের ভগ্নাংবশেষ পরতে দেখে।

"ছিনতাইকৃত" চারটি বিমানের সকল যাত্রী এবং ক্রু কে এইভাবে নিশ্চিহ্ন করা হয়। হতে পারে নাও হতে পারে এর মধ্যে মুহাম্মদ আতা সহ ৩৪ জন যাত্রী ছিলো (পরে তালিকাভূক্ত) যারা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভূমিকা রেখেছে।

১৮। পেন্টাগনের যে বাইরের দেয়ালে আঘাত করা হয় তরে পতন ঘটানো হয় (যার ফলে অভিঘাত সৃষ্টিকারী বস্তু-সৃষ্ট ক্ষদ্রাকৃতি গর্ত যাতে কারো নজরে না আসে)।

১৯। দুপুরের দিকে মিডিয়ার বদমাশরা এই গল্প প্রচার শুরু করে "সন্ত্রাশী হামলার" মূল পরিকল্পনাকারী ওসামা বিন লাদেন।

২০। বিকাল ৫ টার দিকে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার-৭ (সলোমন ব্রাদার্স বিল্ডিং) নামে পরিচিত দালানটিতে নিয়ন্ত্রিত পতনের মাধ্যমে ধ্বস নামানো হয়।

২১। প্রধান মিডিয়াগুলোর প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে শোক-বিহ্বল, ক্রোধান্বিত মার্কিন জনতা সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধের দাবী তোলে। তাদের ধারনা আরব মুসলিম মৌলবাদীরা এই ঘটনার জন্য দায়ী।

www.pathagar.com

২২। জর্জ ডাব্লিউ বুশ তার "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের" ঘোষনা দেন। আফগানিস্তানকে মার্কিন তেল স্বার্থের কাছে মাথা নোয়ানোর লক্ষ্যে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী বোমা ফেলার জন্য পেন্টাগন ত্বরিৎ গতিতে মাঠে নামে।

ধ্বংসপ্রাপ্ত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার

সার্বিকভাবে ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনার এটাই সম্ভাব্য ব্যাখ্যা। মার্কিন সরকারী ভাষ্যের বিপরীতে এই ব্যাখ্যা স্ববিরোধহীন। শুধু মাত্র সম্পূর্ণ এবং নিরপেক্ষ তদন্তই ১১ই সেপ্টেম্বরে সংগঠিত ঘটনার সত্যকে তুলে ধরবে। মার্কিন জনতার প্রতিক্রিয়ার ভয়ে এই ধরনের তদন্ত কার্যক্রম প্রতিরোধে যা যা করা প্রয়োজন বুশ প্রশাসন তাই করেছে।

৬. টুইন টাওয়ারের অভ্যন্তরে বিস্ফোরনের প্রমাণ

সারা পৃথিবী ব্যাপী লক্ষ লক্ষ মানুষ ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ এ টুইনটাওয়ারের ঘটনাবলী সরাসরি সিএনএন -এ প্রায় অবিশ্বাসের সাথে প্রত্যক্ষ করলো। তারা দেখলো ম্যানহাটানের আকাশ ধোয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে পরেছে এবং তারা আরো দেখলো অদ্ভুতভাবে টুইন টাওয়ার ধ্বসে পরছে। পতিত টাওয়ার দুটি একে অপরের উপর পরেনি; তারা ভিতর থেকে এমনিভাবে ধ্বসে পরেছে যা

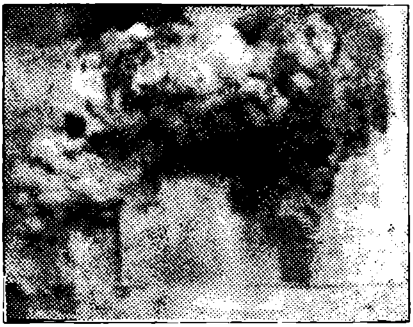

ঘন কালো ধোয়াঁ, ছাই আর ধূলায় আচ্ছন্ন টুইন টাওয়ার ঃ অভ্যন্তরে উচ্চ-শক্তির বিস্ফোরনের প্রমাণ।

www.pathagar.com

অনেকে লক্ষ্য করেন ভবনের "নিয়ন্ত্রিত পতনের" ক্ষেত্রে। "নিয়ন্ত্রিত পতনে" বিশাল এলাকায় ভগ্নাবশেষ ছড়িয়ে বিশৃংখলভাবে দালান ভেংগে পরে না; বরং নিজের উপরেই দালানটি বসে পরে। এইভাবেই ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের পতন ঘটেছে।

অভ্রান্ত প্রমান এখন বেরিয়ে আসছে টুইন টাওয়ারকে ভিত্তি থেকে উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। প্লেনের সাথে সংঘর্ষ আর আগুন প্রধান ঘটনা থেকে মনোযোগ ভিন্নমুখী করার দুর্বল প্রয়াস।

শাব্দিক অর্থে প্রথমে এবং টাওয়ার দুটির পর্যায়ক্রমিক পতনের প্রথম পর্বে টাওয়ার দুটির ভিত্তিতে বিস্ফোরন ঘটানো হয়। ঘটনার সাক্ষী একটি হেলিকপ্টার ক্যামেরায় রেকর্ড করেছে ঠিক পতনের আগে টাওয়ার দুটি লাফাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের বেইসমেন্টে বিরাট আকারের বিস্ফোরন স্পষ্টতঃ মাটির সত্তর ফিট নীচ থেকে ভারী কাঠামোটিকে (Structure) উপরে উঠিয়েছে এবং নীচে নামিয়েছে। ভূগর্ভস্ত বিস্ফোরন পাথুরে তলদেশ থেকে প্রধান ভারবাহী স্তম্ভগুলো বিচ্ছিন্ন করে ফেলায় টুইন টাওয়ারের পতন ঘটে। বিস্ফোরনের ফলে বেশ কয়েকদিন ধরে নীচের বেইসমেন্টগুলোতে জমে থাকা গলিত সীসার উত্তপ্ত কুন্ড (১৫৩৫ + ডিগ্রী সেঃ) এবং পরিস্কার ভূ-কম্পনের বিষয়টি এখনো ব্যাখ্যায়িত হয় নি।

যা হোক ভূমিকম্পের প্রমান সম্পূর্ন স্বচ্ছ টাওয়ার দু'টির ভগ্নাবশেষের কোন একটি মাটিতে পরার আগেই প্রচুর (অব্যাখ্যায়িত) শক্তি (Energy) বিমুক্ত (Release) হয় যার ফলে সৃষ্টি হয় ২.১ এবং ২.৩ মাত্রার ভূমিকম্প। আরো দেখা যাচ্ছে ভূ-কম্পবিদরা একমত হয়েছেন পড়ন্ত ধ্বংশাবশেষের কারনে ন্যূনতম ভূ-কম্পন সৃষ্টি হবে যা ভূ-কম্প রেখায় পরিস্কারভাবে প্রতিফলিত হয়েছে (উদাহরন, কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থার লার্নার ল্যার্মস রিপোর্ট)।

প্রকৃত অর্থে পতনমুখী টাওয়ারের টুকরোগুলো (বড় কিছু বলা যাবেনা) ভূমিতে নিক্ষিপ্ত হওয়ায় খুব অল্প মাত্রায় ভূমিকম্প হয়েছে। সেই তুলনায় ৮ এবং ১০ সেকেন্ড ব্যাপী নর্থ টাওয়ারের পতন প্রক্রিয়ায় ৫

www.pathagar.com

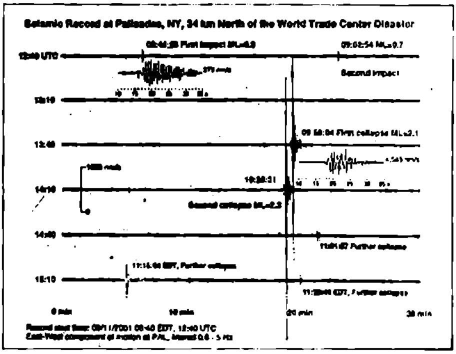

রেখাচিত্র

সেকেন্ডের সময় টাওয়ারের ভূ-গর্ভস্ত অংশের ভ-কম্পন ভূ-পৃষ্ঠ কাপিয়ে তোলে (২.১ এবং ২.৩ আঞ্চলিক মাত্রা)। স্ট্রাকচারাল প্রকৌশলী ক্রীস ওয়াইজ (Chris Wise) এর সূত্রে বিবিসি জানায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ভারবাহী স্তম্ভগুলো ১৫০০° ফাঃ উত্তাপে গলে গেছে। "Muslims Suspend Laws of Physics" (মুসলমানদের কাছে পদার্থ বিদ্যার নীতিমালা ব্যর্থ) নিবন্ধের লেখক জে, ম্যাক মিকাইল বিবিসির তথ্যকে ভ্রান্ত বলে মনে করেন। তিনি অন লাইন কেমেষ্ট্রি (রসায়ন) চার্টের মাধ্যমে প্রমাণ করেন ২৮০০° ফাঃ এর কাছাকাছি উত্তাপে ষ্টীল তরল পদার্থে পরিনত হয়।

কিছু কিছু সমালোচক বলেন, ১৫০০° ফারেনহাইট তাপমাত্রায় ষ্টীল না গললেও ষ্টীল দুর্বল হয়ে পরে এবং এই কারনেই টাওয়ার ধ্বসে পরেছে।

মনে রাখবেন ৫৫০° সেঃ (১০২২° ফাঃ) উত্তাপে স্ট্রাকচারাল (কাঠামোয় ব্যবহৃত) স্টীলের শক্তি ৬০% অর্থাৎ স্টীলের স্বাভাবিক শক্তি ৪০% শতাংশ হ্রাস পায়। কারো কারো তরফ থেকে বলা হচ্ছে উত্তপ্ত ষ্টীলের দুর্বলতাই টুইন টাওয়ারের বিপর্যয়কর পতনের কারন। এই বক্তব্য থেকে তিনটি প্রশ্নের উদ্ভব হচ্ছে। উত্তপ্ত স্টীলের দুর্বলতার কারনে টুইন টাওয়ারের পতন হয়েছে এই ধারনার সঠিকতা নির্ধারনে উল্লিখিত তিনটি প্রশ্নের উত্তর বের করা প্রয়োজন।

১। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের পতনের জন্য স্টীলের কি পরিমান শক্তি ক্ষয় প্রয়োজন ?

২। কি পরিমান উত্তাপে ষ্টীল ঐ পরিমান শক্তি ক্ষয় করবে ?

৩। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে প্রজ্জ্বলিত আগুনের তাপমাত্রা কি ছিলো অর্থাৎ ষ্টীল গলানোর মতো তাপমাত্রা তার ছিলো কি?

www.pathagar.com

উত্তর-১

সাধারনতঃ যে কোন ভারবাহী কাঠামো সর্বোচ্চ ওজনের (Load) তিন গুন পর্যন্ত ভার (Load) বহন করতে পারে। তবে এই নিয়ম (Rule) শুধু মাত্র Dynamic Load এর ক্ষেত্রে বাণিজ্যিক ভবন সমূহের Static (কাঠামোগত) Load এর জন্য নয়। বাণিজ্যিক স্ট্রাকচারাল প্রকৌশলীদের মতে এই ক্ষেত্রে Static Load এর মান সম্মত অনুপাত হলো তিন নয় - পাঁচ। তার মানে একটি সেতু যদি ১ টন ওজনের বহন উপযোগী হয় ভেংগে পরা ছাড়াই পাঁচ টন ওজন বহনে সক্ষম।

তাই দেখা যাচ্ছে হ্রাসকৃত ৬০% শক্তি সম্পন্ন হলেও ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের স্টীলের ভারবাহী কাঠামো টুইন টাওয়ারকে ধরে রাখতে সক্ষম ছিলো কারন ৬০% শক্তিতেও নির্ধারিত ওজনের তিনগুন ওজন ধরে রাখার কথা)। ষ্টীল কাঠামোর অন্তর্নিহিত শক্তিকে ২০% নামিয়ে আনতে পারলে টুইন টাওয়ারের পতন সম্ভব ছিলো। টুইন টাওয়ারের ধ্বসে পরার জন্য অতএব ৫৫০° সেঃ (১০২২° ফাঃ) তাপমাত্রায় উত্তপ্ত ষ্টীলও যথেষ্ট নয়।

উত্তর-২

www.corusconstruction.com/fire/fr006.htm ওয়েব সাইটের পাতা প্রদর্শন করছে ৭২০° সেঃ (১৩২০ ° ফাঃ) তাপমাত্রায় ষ্টীলকে উত্তপ্ত করলে স্টীলের মূল শক্তি ৮০% হ্রাস পায় অর্থাৎ ষ্টীল স্বাভাবিক শক্তির ২০% ধারন করে।

এখন বিষয়টি বোধগম্য ৫৫০° সেঃ (১০২২° ফাঃ) তাপমাত্রায় উত্তপ্ত স্টীলের কাঠামো টুইন টাওয়ার পতনের কারন নয়।

উত্তর-৩

এখন আমরা টুইন টাওয়ারে প্রজ্জ্বলিত আগুনের প্রকৃত তাপমাত্রা সম্পর্কে ধারনা করি।

একই রকম অবস্থায় স্টীলের তৈরী বিরাটাকৃতি কাঠামোয় প্রজ্জ্বলিত আগুন নিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে। ইউরোপে

www.pathagar.com

বহুতলা বিশিষ্ট গাড়ীর পার্কগুলো প্রায়শই স্টীলের তৈরী। যে কোন সময়েই আগুন লাগার সম্ভাবনা থাকে। একটি গাড়ীতে আগুন লাগলে তা দ্রুত নিকটস্থ অন্য গাড়ীগুলোতে ছড়িয়ে পরতে পারে। স্টীলের তৈরী গাড়ীর পার্কের পরীক্ষামূলক আগুনের ফলাফলে এই যে চারটি দেশে উন্মুক্ত গাড়ীর পার্কে পরীক্ষামূলক আগুনের সর্বোচ্চ তাপমাত্র ৩৬০° সেঃ (৬৮০° ফাঃ) এবং আগুনের প্রভাব প্রতিরোধে স্ট্রাকচারাল স্টীলের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা বিরাজমান। প্রদর্শিত টেবিলে আগুনের স্থায়ীত্বকে সীমাবদ্ধ করা হয় নি। আগুন এক সপ্তাহ বা একমাস জ্বলেছে কোন ব্যাপার নয়।

পূর্ণ মাত্রায় আগুন পরীক্ষা	**ষ্টীলের পরিমাপকৃত সর্বোচ্চ তাপমাত্রা**	
দেশ	বীম	কলাম
ইংল্যান্ড	২৭৫° সেঃ (৫৭৫° ফাঃ)	৩৬০° সেঃ (৬৮০° ফাঃ)
জাপান	২৪৫° সেঃ (৪৭৩° ফাঃ)	২৪২° সেঃ (৪৬৭° ফাঃ)
আমেরিকা	২২৬° সেঃ (৪৩৮° ফাঃ)	-
অষ্ট্রেলিয়া	৩৪০° সেঃ (৬৪৪° ফাঃ)	৩২০° সেঃ (৬০৮° ফাঃ)

অরক্ষিত ষ্টীল স্তম্ভে ঐ সব আগুনে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিলো ৩৬০° সেঃ (৬৮০° ফাঃ) যা পূর্বে বর্ণিত স্ট্রাকচারাল ষ্টীলকে দুর্বল করার জন্য নিদিষ্ট ৫৫০° সেঃ (১০২২° ফাঃ) এর চেয়ে অনেক কম।

অনেকে বলতে পারেন গাড়ীর পার্কে ব্যবহৃত জ্বালানীর চেয়ে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ঘটনায় অনেক বেশী জ্বালানী পুড়েছে। কিন্তু ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে স্টীলের পরিমান বেশী ছিলো। ভারবাহী স্তম্ভ (Column) গুলো ছিলো বিশাল আকৃতির এবং থার্মাল ইনসুলেশন দ্বারা রক্ষিত (Protected)।

স্পষ্টতঃই প্লেনের সাথে সংঘর্ষে ভবন দু'টি ধ্বংস হয়নি। কারণ দু'টি ভবনই সংঘর্ষের পর ৪৫ থেকে ৯০ মিনিট দাঁড়িয়ে ছিলো। প্রধান গণমাধ্যমগুলো সরকারী ব্যাখ্যাকে তোতা পাখীর মতো প্রচার করেছে।
ভবন দু'টির ষ্টীলের বেস্টনী জেট-জ্বালানীর আগুনে পুড়ে গলে যাওয়ায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের সুউচ্চ ভবন দু'টির পতন ঘটেছে। আমরা এই ধারণার বিশ্বাসযোগ্যতা পরীক্ষা করবো।

www.pathagar.com

প্লেনগুলো সুউচ্চ ভবন দু'টিতে আঘাত করার ফলে সৃষ্ট আগুনের গোলায় অতিদ্রুত জেট-জ্বালানীর সিংহভাগ (সম্ভবতঃ দ্বিতীয় সংঘর্ষে জ্বালানীর দুই তৃতীয়াংশ) নিঃশেষিত হয়েছিলো। তাছাড়া ফেমার (Federal Emergency Management Agency) তদন্ত কর্মকর্তা Janathan Barnett এর মতে যে পরিমাণ জেট-জ্বালানী ভবন দু'টির অভ্যন্তরে পৌঁছেছিল তা দশ মিনিটের মধ্যেই পুড়ে নিঃশেষিত হয়।

জেট জ্বালানী সাউথ টাওয়ারের দেওয়ালে জ্বলছে

টুইন টাওয়ার থেকে কালো ঘন ধোঁয়া বের হচ্ছিলো তবে স্বল্প মাত্রায় আগুনের দৃশ্যমান ছিলো। কিন্তু ষ্টীল গলানোর জন্য প্রয়োজন উচ্চ তাপমাত্রা যা উৎপাদিত হতে পারে অক্সিএসিটিলেন টর্চের মাধ্যমে উদাহরণস্বরূপ .... বাতাসে জ্বলন্ত জেট-জ্বালানী (বিশেষ করে দালানের বদ্ধ জায়গায় ধোঁয়াচ্ছন্ন এবং স্বল্প অক্সিজেন সম্পন্ন) কখনোও ষ্টীল গলাতে পারবে না। আর যদি ষ্টীলের স্তম্ভ (Column) গলেও থাকে তাকি পরিদৃষ্টিত অন্তর্মুখী পতনের মতো হবে ? স্ত ম্ভগুলো গলে যাবার ফলে সৃষ্ট কাঠামোগত দূর্বলতা (Structural weakness) কখনোও সম্পূর্ণভাবে সুষম (Symmetrical) হবে না (যেমনটি ভবনের Controlled demolition এর ক্ষেত্রে প্রয়োজন হয়)। অনিয়ন্ত্রিতভাবে দালান দু'টির পতন হলে এমন অবস্থার সৃষ্টি হতো যে কংক্রীট এবং ষ্টীলের বেস্টনী বৃষ্টির মতো বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পরতো (ফলে আশপাশের লোয়ার ম্যানহাটান এলাকার দালানগুলো ক্ষতিগ্রস্থ হতো এবং ব্যাপক জীবনহানি ঘটতো)।

ফেমার নেতৃত্বে পরিচালিত টুইন টাওয়ারের পতন সম্পর্কিত তদন্তের "দাপ্তরিক রিপোর্ট" ২০০২ এর মাঝামাঝি প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টের চ্যাপ্টার দুই এর সংশ্লিষ্টাংশ তুলে ধরা হলোঃ

এটা সবাই জানে যে Non Stoichiometric Hydro Carbon পুড়লে (বাতাসে জ্বলন্ত জেট-জ্বালানীর ন্যায় হাইড্রো-কার্বন) সর্বোচ্চ তাপমাত্র

www.pathagar.com

৮২৫° সেঃ এর উপরে যাবে না (১৫২০° ফাঃ) .... ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের আগুন ছিলো তেল সমৃদ্ধ (ঘন কালো ধোঁয়া তার প্রমাণ) .... এবং তাই কোনভাবেই উচ্চসীমা ৮২৫° সেঃ এর কাছাকাছি পৌঁছতে পারেনি। প্রকৃত পক্ষে ঠিক অফিসের আগুনে সৃষ্ট তাপমাত্র বা তার চেয়ে নীচু মাত্রায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের আগুন জ্বলছে।

সাউথ টাওয়ার-পূর্ব দিক থেকে

টুইন টাওয়ার পতনের কারণস্বরূপ সরকারী ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে (ক) বর্হি পরিসীমার দেয়াল এবং মূলভাগের মধ্যে একমাত্র সংযোগ ছিলো দূর্বল, হাল্কা ভারবহনার্থ কাঠামো (Trusses) দ্বারা (খ) প্লেনের সাথে সংঘর্ষে ভারবহনার্থ কাঠামোগুলো দূর্বল হয়ে পরায় আগুনের উত্তাপে নীচের দিকে বেঁকে যায় (গ) পরবর্তীতে দালানের সংঘর্ষ স্থানের ভারবহার্থ কাঠামো (Trusses) ভেঙ্গে পরে এবং (ঘ) ভারবহনার্থে কোন কাঠামো না থাকায় উপরের তলাগুলো নীচের তলাগুলোর উপর পরে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়।

বেনামী একজন লেখক **"The World Trade Center Demolition"** নামক নিবন্ধে "ভারবহনার্থ কাঠামোর তত্বকে মিথ্যে বলে প্রতিপন্ন করেছেন।

প্রথমতঃ বর্হি পরিসীমার দেয়াল এবং মূলভাগের মধ্যে শক্তিশালী সংযোগ থাকার কথা যাতে বাতাসের ভার (Wind Load) মূলভাগে (Central Core) প্রেরণ করা যায়। যদি বাতাসের ভার মূলভাগে প্রেরণ না করা যায় তাহলে শক্তিশালী বাতাসে পরিসীমার দেয়াল কয়েক ফুট সরে আসবে এবং মূলভাগের (Central Core) স্থানচ্যুতি ঘটবে না। ফলশ্রুতিতে টাওয়ার দু'টি আনতভাবে বেঁকে যাবে- যা আদৌ ঘটেনি। শুধু ভারবহনার্থ

সাউথ টাওয়ার-উত্তর পূর্ব দিক থেকে

www.pathagar.com

কাঠামো (Trusses) নয় পরিসীমার (Perimeter) দেয়ালের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী ষ্টীলের শক্তিশালী বেষ্টনী অবশ্যই ছিলো ওখানে। বিমানের সাথে সংঘর্ষ বা আগুন ষ্টীলের বেষ্টনীগুলোর (Girders) চরম ব্যর্থতার কারণ নয়।

দ্বিতীয়তঃ পরিসীমার দেয়ালের সাথে মূলভাগের সংযোগে হাল্কাওজনের ভারবহনার্থ কাঠামো ছিলো এই ধারণার ভিত্তিতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের ভবন দু'টি ব্যবহৃত ষ্টীলের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে যা ভবন দু'টিতে তৈরীর সময় ব্যবহৃত ষ্টীলের $^{১}/_{৩}$ অংশ। ৩২,০০০ হাজার টন ষ্টীল হিসেবে আনা হয়নি। তাই এই ধারণা ভুল। পরিসীমার দেয়াল থেকে মূল ভাগ পর্যন্ত সংযোগকারী ষ্টীলের বেষ্টনী তৈরীতে ঐ ৩২,০০০ হাজার টন ষ্টীল ব্যবহার করা হয়েছে।

তাপ প্রতিরোধক বস্তুতে তৈরী কোন মোড়কে বিস্ফোরক সামগ্রী হয়তো রাখা হয়েছিলো যাতে আগুনের সামনে অনাবৃত থাকলেও বিস্ফোরণ না ঘটে। সময় যদি একটি বিবেচ্য বস্তু হয়ে থাকে যথা সময়ে দূর নিয়ন্ত্রণের (রেডিও বা মাইক্রোওয়েভ সিগন্যাল) সাহায্যে বিস্ফোরন ঘটানো হতে পারে। প্লেন দালানের যে স্তরে আঘাত করেছে এমনকি সে স্তরের বোমাগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে পরলেও সংঘর্ষ স্থলের নীচের তলাগুলোতে স্থাপিত বোমাগুলো কার্যকর ছিলো। কোন তারের প্রয়োজন নেই সিপিইউএস CPUS এবং (Central Processing Units) সময় নিধারনী প্রযুক্তির প্রয়োজন ছিলো-শুধু মাত্র কোনভাবে একক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সিগনালের প্রতুত্তরে বিস্ফোরক ফোটানোর জন্য সময় প্রবাহের কোন হিসাব হয়তো প্রয়োজন ছিলো না-- প্রত্যাশিত ফল লাভের আশায় ভূমিরেখার উপর হয়তো সমান্তরাল বিস্ফোরন ঘটানো হয়েছে।

যে কোন বস্তু **h** উচ্চতা হ'তে মাটিতে পরতে **t** সময় নেয় এই - এই সূত্রে সময় প্রকাশ করা হয়েছে- f=sqrt(2h/g), যেখানে g = মধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণ বা বেগ। বাতাসের প্রতিরোধ (Resistance) উপেক্ষা করলে দু'টি ভবনের একটির ছাদ থেকে একটি পড়ন্ত বস্তুর (মনে করা হলো h = ১৩০৬ ফুট এবং g = ৩২১৭৪ ফুট/সেক^{২}) মাটিতে পরতে সময় লাগে ৯.০১ সেকেন্ড। আর বাতাসের প্রতিরোধ বিবেচনায় আনলে আরো কয়েক সেকেন্ড বেশী। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের সুউচ্চ ভবন

www.pathagar.com

দু'টি অবাধ পতনের ন্যায় ১০-১৫ সেকেন্ডের মধ্যে পতিত হয়। ভবন দু'টি ভেংগে পরার সময় উপরের **৮৫টি** তলা এবং নীচের তলাগুলোর ষ্টীলগ্রন্থি (Joint) গুলো টুকরো টুকরো হয়ে যাবার কথা। যদি এই প্রক্রিয়ায় প্রতি তলার এক সেকেন্ড দরকার হয় তাহলে সম্পূর্ণ দালানটি ভেঙ্গে পরতে ১ মিনিটের চেয়ে বেশী সময় লাগবে। উপরের তলার উপাদানসমূহ প্রতি সেকেন্ড কম পক্ষে ছয় তলা অতিক্রমের গতিতে নীচের তলাসমূহের মধ্য দিয়ে পতিত হয়েছে। টাওয়ার ভেংগে পরার পূর্বে নীচের ৮৫টি তলা অথবা এই তলাগুলোর ভারবাহী কাঠামো (Support) সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত না হলে এই গতিতে পতন সম্ভব নয়। যেহেতু নীচের তলাগুলো প্লেনের সংঘর্ষ এবং আগুন থেকে নিরাপদ ছিলো অন্য কোন কারণে ভারবাহী কাঠামো (Support) বিচ্ছিন্ন হয়েছে-নিশ্চিত সম্ভাবনা বিস্ফোরনের কারণে। এইভাবে টুইন টাওয়ারের পতন-গতি (অবাধ পতনের সময়ের কাছাকাছি) শক্তিশালী প্রমাণ যে নিয়ন্ত্রিতভাবে টুইন টাওয়ার ধ্বংস করা হয়েছে দালানের প্রতিটি স্তরে বিস্ফোরক ব্যবহারের মাধ্যমে অথবা অন্য কোন ধ্বংশাত্মক প্রযুক্তির সাহায্যে।

প্রত্যক্ষদশীদের বর্ণনায় ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার পতনের কারন বোমা বিস্ফোরন

অসংখ্য প্রত্যক্ষদর্শী, বিচক্ষন দর্শক এবং সংবাদপত্রের রিপোর্টার টুইন টাওয়ারের ঠিক পতনের আগে বিস্ফোরনের শব্দ শোনে অথবা বিস্ফোরন দেখে। তা সত্বেও প্রধান গণমাধ্যমগুলো এই বিষয়ে একেবারে নীরব রয়েছে। ১১ই সেপ্টেম্বর ভয়াবহ ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করার সময় অনেক টেলিভিশন দর্শক বিস্ফোরনের প্রমান লক্ষ্য করেছেন। টুইন টাওয়ার পতিত হওয়ার আগে ৪৭ তলা বিশিষ্ট **সলমোন ব্রাদার্স বিল্ডিং** যা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার-৭ নামে খ্যাত তার কাছাকাছি ভূমি রেখায় আপাতঃ দৃষ্টে প্রচন্ড বিস্ফোরনের ছবি টেলিভিশনের পর্দায় ফুটে উঠেছে। নিউ মেক্সিকো টেকের Energetic Materials Research and Testing Center এর প্রাক্তন ডাইরেক্টর এবং বিস্ফোরক বিশেষজ্ঞ ভ্যান রোমারিও (Van Romario) সেপ্টেম্বর ১১তে বলেন "ভিডিও টেপের উপর ভিত্তি করে আমার মত এই যে, জেট ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে আঘাত করার পর ভবন দু'টির ভিতরে

www.pathagar.com

স্থাপিত বিস্ফোরকের সাহায্যে এর পতন ঘটানো হয়েছে। ৮১ তলার কর্মচারী ৩২ বছর বয়স্কা কীম হোয়াইট বিস্ফোরনের শব্দ শুনেছে ঃ "আকস্মিকভাবে দালানটি কেঁপে উঠলো। তারপর ঝুঁকতে শুরু করলো। কি ঘটতে যাচ্ছে আমরা বুঝতে পারলাম না" লোকজনকে কীম জানায়। ৫১ বছর বয়স্ক কাকচিওলী সেপ্টেম্বর ২৪-এ পিপল উইকলী (People Weekly)-কে জানায় ঃ "আমি কর্মচারীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে অগ্নি নির্বাপক দলকে লিফটের ২৫ তলায় নিচ্ছিলাম। শেষবার উপরে উঠার সময় একটি বোমা বিস্ফোরিত হয়। আমাদের ধারনা আরো বোমা ছিলো দালানটিতে। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নিকটস্থ অফিস থেকে একজন প্রত্যক্ষদর্শী এএফপি (AFP) কে জানায় সে দক্ষিন টাওয়ার-সন্নিকটবর্তী চার্চ স্ট্রীটে লোকজনের মধ্যে দাড়িয়ে ছিলো। হঠাৎ সে দেখতে পায় "ভবনের ১১ এবং ১৬ তলার মাঝখান দিয়ে ক্ষনস্থায়ী আলোক স্ফুলিংগ প্রকাশ পাচ্ছে।" এই ধরনের ছয়টি স্ফুলিংগ দেখার সাথে সাথে বিকট আওয়াজে টাওয়ারটি ভেংগে পরে। প্রতিটি টাওয়ারে ছয়টি কেন্দ্রীয় ভারবাহী স্তম্ভ ছিলো।

সরকারী ভাষ্যের সমর্থক কেউ কেউ বলেন প্রায় ২৩,০০০ গ্যালন জ্বালানী বহনকারী বোয়িং ৭৬৭ টুইন টাওয়ারে আঘাত করায় জ্বালানীর প্রাচুর্যে টুইন টাওয়ার ধ্বংশ হয়। যাত্রীবাহী জেটের ধাক্কায় টুইন টাওয়ার ভেংগে পরেছে এই বক্তব্যে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের নক্সা প্রণয়নকারী একজন শীর্ষ স্থানীয় প্রকৌশলী দুঃখ প্রকাশ করেন। **"বোয়িং ৭০৭-এর সাথে সংঘর্ষের পর টিকে থাকতে পারে- এমন নক্সা তৈরী করেছি"** প্রজেক্টের স্ট্রাকচারাল প্রকৌশলী লী রবার্টশন (Lee Robertson) বলেছেন। বোয়িং-৭৬৭ এর জ্বালানী ধারন ক্ষমতা ২৩৯৮০ গ্যালনের তুলনায় বোয়িং ৭০৭ এর জ্বালানী ধারনের ক্ষমতা ২৩০০০ গ্যালনের বেশী। ইস্রাইলে বসবাসরত ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের আরেকজন স্থপতি আরোন সুইরস্কী (Aaron Swirski) হামলার পর জেরুজালেম পোষ্ট রেডিওকে বলেন **এই ধরনের আক্রমন প্রতিহত করার কথা বিবেচনায় রেখে এই ভবনের নক্সা করা** হয়েছে।

www.pathagar.com

৮. প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনায় পেন্টাগনে হামলা

এজিএম-৮৬ সি মিসাইল

ওয়াশিংটনের একজন ট্রাফিক কন্ট্রোলার জানাচ্ছেন ঘন্টায় প্রায় ৮০০ কিঃ মিঃ বেগে একটি উড়ন্ত বস্তুকে তিনি রাডারে দেখতে পেয়েছেন। প্রথমে বস্তুটি হোয়াইট হাউজের দিকে যায়। তারপর দ্রুত পেন্টাগনের দিকে ঘুরে ওখানে বিধ্বস্ত হয়। এয়ার কন্ট্রোলার আরো জানায় ঐ উড়ন্ত বস্তুর বৈশিষ্ট্য ছিলো সামরিক ক্ষেপনাস্ত্রের (Military Projectile) ন্যায় । ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী শত শত লোকের দাবী তারা বেসামরিক জেটের মতো নয় "ফাইটার বোম্বারের উচ্চ এবং তীক্ষ্ম আওয়াজ" শুনেছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরো বলেছেন তারা "ক্রুস মিসাইলের মতো পাখাওয়ালা" অথবা "৮ বা ১০/১২ ব্যক্তির বহন ক্ষমতাসম্পন্ন প্লেনের" মতো কোনো উড়ন্ত বস্তুকে দেখেছেন।

এই উড়ন্ত বস্তু পেন্টাগনের সম্মুখ অংশে বড় ধরনের ক্ষতি না করেই দালানের ভিতরে প্রবিষ্ট হয়। পেন্টাগনের কয়েক স্তর ভিতরে প্রবেশ করতে করতে প্রতি স্তরে অপেক্ষাকৃত বড় গর্তের সৃষ্টি করে। শেষ গর্তটি ছিলো সম্পূর্ণভাবে গোলাকার-- এক মিটার ৮০ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের। পেন্টাগনের ১ম স্তর পেরোনোর সময় উড়ন্ত বস্তুটি আকস্মিক এবং ব্যাপক আকারের আগুন সৃষ্টি করে। আগুনের প্রবল শিখা পেন্টাগনে সামনের অংশকে গ্রাস করে। তারপর ঘন কালো-ধূঁয়া সৃষ্টি করে এই শিখা সংকুচিত হয়। আগুন এতো দ্রুত লেগেছিলো যে, আগুন প্রতিরোধ-ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়।

এইসব সাক্ষ্য এবং পর্যবেক্ষণ তৃতীয় প্রজন্মের CALCM (Conventional air-launched cruise missile) AGM-86C-সৃষ্ট পরিস্থিতির সাথে মিলে যায়। বিমান বাহিনী এবং নৌ-বাহিনী যুগ্মভাবে বিমান থেকে ক্ষেপনযোগ্য এই ধরণের মিসাইল তৈরী করে।

www.pathagar.com

৯. জবাববিহীন প্রশ্ন

১১ই সেপ্টেম্বরে ঘটনাবলীর বিষয়ে ওয়েব পেইজে (ইন্টারনেট) এবং অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে যারা সরকারী ভাষ্যবিরোধী (যুক্তরাষ্ট্র সরকারের) লেখালেখি করেছে কিছু কিছু লোক এগুলোকে ষড়যন্ত্রমূলক বলে বিষোদগার করেছেন। এই সব লোক সামনের প্রশ্নগুলোর কোন উত্তর দিতে পারেনি। Gore Vidal তার "The Enemy within" নিবন্ধে বলেছেন দৃশ্যতঃ ষড়যন্ত্র উপাদানই এখন সত্যের অনবদ্য মুখবন্ধ।

১। বাৎসরিকভাবে এফবিআই (FBI), সিআইএ (CIA) এবং অন্যান্য "গোয়েন্দা" সংস্থাকে মাঃ ডলার ৩০ বিলিয়ন দেয়া সত্ত্বেও সিএনএনএ দেখার আগ পর্যন্ত ১১ই সেপ্টেম্বরের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ রইলো কিভাবে? এবং কেনো এই দৃশ্যমান অদক্ষতাকে অধিকতর বিলিয়ন প্রদানে পুরস্কৃত করা হলো ?

২। চারটি AA এবং UA জেট প্লেন গড় ২৭ শতাংশ যাত্রী নিয়ে উড্ডয়ন করেছে। সাপ্তাহিক কর্ম দিবসে প্রধান এয়ারলাইনারগুলোর চারটি প্লেন সকাল ৯টায় East Coast থেকে West Coast এর উদ্দেশ্যে এতো স্বল্প সংখ্যক যাত্রী বহন করবে-বিশ্বাসযোগ্য নয়। যাত্রী সংখ্যা কমানোর উদ্দেশ্যে কি বুকিং ব্যবস্থাকে (Booking System) প্রভাবিত করা হয়েছিলো (যাতে পরবর্তীতে চারটি প্লেনের সকল যাত্রীকে UA Flight 93 তে উঠানো যায় নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে) ?

৩। নিকটতম কোন স্থান যেমন নিউইয়র্কের JFK এয়ারেপোর্ট থেকে উড্ডীন প্লেন ছিনতাই না করে ছিনতাইকারীরা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বিমান বিধ্বস্ত করার জন্য বোষ্টন বিমানবন্দর থেকে উড্ডীন জেট কোনো ছিনতাই করলো?

৪। পেন্টাগনে হামলা করার উদ্দেশ্যে ছিনতাইকারীরা ওয়াশিংটন ডি.সির কাছাকাছি Dulles এয়ারপোর্ট (পেন্টাগনের সন্নিকটে) থেকে জেট ছিনতাই করে লক্ষ্যবস্তুর (Target) সাথে দূরত্ব রক্ষা করে ৪০ মিঃ আকাশে উড়লো এবং বাঁক নিয়ে লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করার আগ পর্যন্ত পুনরায় ৪০ মিঃ

www.pathagar.com

আকাশে রইলো। ছিনতাইকারীদের কি এটা জানার কথা নয় স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এসময়ে ছিনতাইকৃত বিমানের পথ রোধ করার জন্য সামরিক বিমানের আগমন ঘটতে পারে?

৫। সরকারী ভাষ্যে বলা হয়েছে মধ্য আকাশে ছিনতাইকৃত বোয়িং-৭৫৭ থেকে Solicitor General টেড ওসলন এর স্ত্রী বাববারা ওসলন সীট ফোনের সাহায্যে তার স্বামীকে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে। প্রতি মিনিট মাঃডঃ ২.৫০ (কখনোও মাঃ ডলার ৫.৫) হারে শুধুমাত্র ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আমেরিকান এয়ারলইনস এর সীট ফোন থেকে বাইরে টেলিফোন করা সম্ভব। বারবারার স্বামী Ted Oslon এর নিজের স্বীকারোক্তি বারবারার কাছে কোন ক্রেডিট কার্ড ছিলো না। ধরে নিলাম বারবারা কোন সহযাত্রীর ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করেছে। কিন্তু টেলিফোন কোম্পানীর সাক্ষী তলব বই (Sub Poena) বিচার বিভাগের কোন রেকর্ডে আমেরিকান এয়ারলাইনস-৭৭ থেকে মার্কিন সলিসিটর জেনারেলের বরাবর প্রেরিত কোন টেলিফোন কলের পাওনা (CLAIM) নেই। এটা কি প্রমাণ করে না ছিনতাইকৃত জেট থেকে যাত্রীদের টেলিফোন কল প্রেরণের খবর সম্পূর্ণ অসত্য ?

৬। টুইন টাওয়ারের সাথে বিমানের সংঘর্ষ হবার সময় AA Flight77 (পেন্টাগনে বিধ্বস্ত কথিত জেট) ছিনতাই হয়। এই সময় AA Flight77 এর ওয়াশিংটনের দিকে দিক পরিবর্তনের অথবা ট্রান্সপন্ডার (Transponder) বন্ধের বিষয়টি টুইন টাওয়ারে হামলা সম্পর্কে অবহিত ফ্লাইট কেন্ট্রালারদের জানার কথা। তখন সাতটি স্থানে দশ মিনিটের নোটিশে আকাশে উড়বার জন্য প্রস্তুত মার্কিন বিমান বাহিনীর জেটগুলো প্রস্তুত থাকা সত্বেও ছিনতাইকৃত বিমানকে চল্লিশ মিঃ আকাশে উড়ার পর পেন্টাগনে আঘাত করার সুযোগ দিলো কেনো?

৭। চারটি জেটের ব্ল্যাক বক্সগুলো (ফ্লাইট ডাটা রেকর্ডার এবং ককপিট ভয়েস রেকর্ডার) কোথায় গেলো? এমনভাবে ব্ল্যাক বক্সগুলো তৈরী করা হয়েছে যে বিমানের পতন সত্বেও টিকে থাকার কথা। বিধ্বস্ত বিমানের তদন্তকারী প্রতিষ্ঠান National Transportation Safety Board এর বিশেষজ্ঞরা কি ব্ল্যাক বক্সগুলো পরীক্ষা করে দেখেছে? যদি না করে থাকে তবে কেনো?

www.pathagar.com

৮। পেনসিলভিনিয়ায় যে UA Flight93 জেটটি বিধ্বস্ত হয়েছে সুনির্দিষ্টভাবে তার FDR এবং CRV এ কি ছিলো? সত্যিকার কিভাবে বিমানটি বিধ্বস্ত হয়েছিলো? একে কি গুলি করে ফেলা হয়েছে ?

৯। নর্থ টাওয়ারে আগুনের ব্যাপকতা অত্যাধিক হওয়ার সত্ত্বেও নর্থ টাওয়ারের (যে টাওয়ারটিকে প্রথমে আঘাত করা হয় এবং আঘাতের এক ঘন্টা চুয়াল্লিশ মিনিট পরে যার পতন ঘটে) আগে সংঘর্ষের পর পতিত হবার আগ পর্যন্ত সাউথ টাওয়ার ৫৬ মিঃ দাড়িয়ে থাকে কিভাবে ?

১০। পেন্টাগনের দূর্ঘটনাস্থান থেকে বোয়িং ৭৫৭ এর অংশ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় বিমানের এমন কোন ভগ্নাবশেষ কেনো উদ্ধার করা সম্ভব হলো না ?

১১। টুইন টাওয়ারের স্থাপত্য নক্সা জনতার জন্য উন্মুক্ত করা হলোনা কেনো ?

১২। তেজষ্ক্রিয়তার সন্ধানে দালানের ধ্বংশাবশেষের উপর কোন পরীক্ষা কি চালানো হয়েছে ?

১৩। রাসায়নিক পরীক্ষা ব্যতিরেকে ঘটনাস্থল থেকে টুইন টাওয়ারের ধ্বংসাবশেষ কেনো সরিয়ে নেয়া হলো? কেনো ধ্বংসাবশেষের প্রায় সবটুকু স্ক্র্যাপ (Scrap) ব্যবসায়ীদের মাধ্যমে বিদেশে রপ্তানী করা হলো যাতে পরবর্তীতে পরীক্ষার প্রশ্ন না উঠে ?

১৪। টুইন টাওয়ারের পতনে এতে বিশাল পরিমানে ছাই এবং ধূলা তৈরী হলো কিভাবে? আগুন কিভাবে কংক্রীটকে ধুলায় পরিণত করে? ছাই কিভাবে উৎপন্ন হয়েছে এবং আসলে এর স্বরূপ কি বের করার জন্য কি কোন রাসায়নিক পরীক্ষা করা হয়েছে ?

১৫। বর্হি পরিসীমার দেয়াল এবং টুইন টাওয়ারের মূল ভাগের কাঠামোর সংযোগের আসল প্রকৃতি (Nature) কি ছিলো ? হালকা ওজনের দূর্বল

www.pathagar.com

বেষ্টনীর সংযোগ ছিলো-এই ধারণাটি কি ভুল নয়? আসল ঘটনা এই নয় কি যে ৩২,০০০ টনের ষ্টীল বীম (Beam) দিয়ে বেষ্টনী তৈরী করা হয়েছিলো?

১৬। ধরে নেয়া যাক চারটি প্লেনের সকল যাত্রী মৃত্যুবরন করেছে। এতো তাড়াতাড়ি অভিযুক্ত উনিশ জন আরব ছিনতাইকারীর নামের তালিকা কিভাবে FBI প্রকাশ করলো-চৌদ্দ জনের কোন কোন ক্ষেত্রে ৭ জনের ডাক নাম সহ (Atlanta Journal Constitution 27-09-01)?

১৭। পেন্টাগনের আকাশ রক্ষায় ৫টি মিসাইল ব্যাটারী সদা প্রস্তুত থাকা সত্বেও বোয়িং ৭৫৭ কিভাবে পেন্টাগনের আকাশ সীমায় প্রবেশ করলো ?

১৮। জর্জ ডাব্লু বুশের গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের কাছে ১১ই সেপ্টেম্বর সকালে একটি গোপন ফোন কল আসে। দৃশ্যতঃ দাবী আদায়ের লক্ষ্যে সন্ত্রাসীরা এই ফোন করেছে। রাষ্ট্রীয় গোপন গোয়েন্দা সংকেত (Code) ছাড়া এই ফোন করা সম্ভব নয় এবং রাষ্ট্রীয় উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ছাড়া এই সংকেত (Code) সম্পর্কে কেউই জানে না। তাহলে কি মার্কিন প্রশাসনের উচ্চ পদবীধারী কোন কর্মকর্তা সন্ত্রাসী হামলার সাথে জড়িত ? – Who was behind the September 11th attacks- Thierry Meyssan.

১৯। ব্রিটেনের দি টেলিগ্রাফ-এর ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০০১ সংখ্যার সূত্রে ইস্রাইলী গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ সত্যিকার অর্থেই মার্কিন ভূখন্ডের দু'টি অতিদৃশ্যমান লক্ষ্যবস্তুতে আসন্ন ব্যাপক আকারে সন্ত্রাসী হামলার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার প্রতিপক্ষকে (এফবিআই) আগষ্টেই সতর্ক করে দিয়েছিল।" এখানে প্রশ্ন উঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসন্ন হামলা সম্পর্কে অবহিত থাকা সত্বেও কোন রকম প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে এফবিআই ব্যর্থ হলো কেনো?

২০। কোন প্রকার রাসায়নিক পরীক্ষা করা যাবে না এই প্রতিজ্ঞার বিপরীতে তড়িঘড়ি করে কি কারণে কোরিয় ও চাইনিজ স্ক্র্যাপ ব্যবসায়ীদের কাছে ধ্বংসপ্রাপ্ত টুইন টাওয়ারের কাঠামোর ৩০,০০০ টন ষ্টীল বিক্রি করে দেওয়া হলো ?

www.pathagar.com

২১। এফবিআই এর মতে মুহাম্মদ আতা এএ ফ্লাইট১১ এর পাইলট ছিলো। নর্থ টাওয়ারে এএ ফ্লাইট১১ বিধ্বস্ত হওয়ার পর মুহাম্মদ আতার মালপত্রে এফবিআই একটি ৫ পাতার চিঠি উদ্ধার করে। চিঠির শুরুতে লেখা ছিলো- "In the name God, of myself and of my family" - যা অনেকের মনে সন্দেহের উদ্রেক করেছে। মুসলিম দেশগুলোতে একজন নিরক্ষর মুসলিমও নিজের এবং পরিবারের নামে এই ধরণের প্রার্থনা করে না। তাছাড়া জীবনের শেষ মিশনে কোন আত্মঘাতি পাইলট কি তার সাথে মালপত্র নেয়? আবার তার শেষ বাণী কি ঐ বাক্স পেটরায় রাখে যা স্বাভাবিকভাবে এফবিআই এর হাতে যাবে?

২২। ১১ই সেপ্টেম্বরে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে হামলার পূর্ব ধারণার উপর ভিত্তি করে অর্থ বাজারে অনেকগুলো অস্বাভাবিক লেন-দেন সম্পাদিত হয়েছে। সেপ্টেম্বর ৬ এবং ৭ এর মাঝে শিকাগো বোর্ড অপসন্স এক্সচেঞ্জে ইউনাইটেড এয়ারলাইনের ৪৭৪৫টি "Put Options" এবং ৩৯৬টি "Call Options" ক্রয় করা হয়.... ধারণা করা হচ্ছে এই "Put Options" গুলোর মধ্যে ৪০০০টি ছিলো টুইন টাওয়ারে আসন্ন হামলার পূর্ব জ্ঞানধারীদের। Security Exchange Commission নিরপেক্ষ তদন্ত পূর্বক অবৈধ লেনদেনের লাভধারীদের নাম প্রকাশ করলো না কেন ?

২৩। ১১ই সেপ্টেম্বরের সাথে জড়িত ৪টি এয়ারলাইনের যাত্রী তালিকায় কোন মুসলমানের নাম নেই। এমনকি ১২ই সেপ্টেম্বরে ইউনাইটেড এয়ারলাইন কর্তৃক প্রকাশিত যাত্রী তালিকায় ছিনতাইকারীদের (কথিত) কোন নাম নেই। কোন কোন ছিনতাইকারী পরে জীবিত প্রমাণিত হয়েছে। এতে কি প্রমাণিত হয়না ছিনতাই এর ঘটনা সাজানো নাটক? --৯.১১ঃ দি ফ্লাইট অব বাম্বেল প্লেনস-স্নেক প্লিসকিন।

১০. ১১ই সেপ্টেম্বরের নেপথ্যে কারা ?

অপরাধীরা ঘরের লোক হওয়ায় টুইন টাওয়ার এবং পেন্টাগনে হামলায় নিষ্ঠুরতার মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। টুইন টাওয়ারের পতন ঘটানো হয়েছে ভিতর থেকে-- আমেরিকার জাতীয় অহংকার প্রসঙ্গে নিস্পৃহ মার্কিন বংশদ্ভূত হওয়া সত্বেও বিশ্বাসঘাতকদের একটি ছোট দলের কাছে মার্কিন

www.pathagar.com

যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ মানে পৃথিবী নিয়ন্ত্রণ লাভ করা। প্রায় ৪০ বৎসর ধরে এই বিশ্বাসঘাতক চক্র (এদের বেশীর ভাগই হোয়াইট হাউজের বর্তমান অথবা প্রাক্তন কর্মকর্তা বা "জাতীয় নিরাপত্তা"র মুখোশে আবৃত সরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহে কাজ করছে অথবা উচ্চ পদবীধারী সামরিক কর্মকর্তা) গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দূষিত করার মাধ্যমে মার্কিন সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে। তাছাড়া দক্ষভাবে প্রপাগান্ডা (চশমখোরের মতো অনুগত এবং ইহুদী নিয়ন্ত্রিত "সংবাদ" প্রতিষ্ঠান সমূহের সাহায্যে) চালিয়ে সরল মার্কিন জনতা এবং ভিন্ন দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে ইচ্ছে অনুযায়ী পরিচালিত এবং মুনাফার জন্য এই চক্র পৃথিবীর অর্থনৈতিক সম্পদসমূহ শোষণ করছে। এখন এরা অবশ্যই উৎসবে লিপ্ত এবং নিজদের অভিনন্দন দিতে ব্যস্ত। কারণ এদের দ্বারা প্রচারিত মিথ্যায় সবাই বিশ্বাস এনেছে। সারা গ্রহের অর্থনৈতিক এবং সামরিক বিজয়ের পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

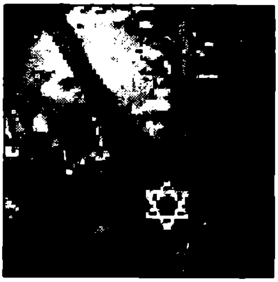

বাস্তব অবস্থা আমাদের ধারণার চেয়েও খারাপ। বহু বছর ধরে মাল্টি ন্যাশনাল, মার্কিন সামরিক বাহিনী, মার্কিন সরকার, আইএমএফ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই বিশ্বাসঘাতক গুপ্ত দলটি যে অশুভ কর্ম করে আসছে তার বিস্তৃতি এতোটা ব্যাপক যে মানুষ প্রজাতির সম্মান এবং মঙ্গলের প্রতি আদৌ এদের কোন ভ্রুক্ষেপ আছে কিনা সন্দেহের বিষয়। এই নিষ্ঠুরতার আসল প্ররোচকেরা (আরও বড় উদ্যোগ হয়তো গ্রহণ করবে পৃথিবীর সকল মানুষকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ বা নির্মূল করা লক্ষ্যে) আদৌ মানুষ নয়।

১১. সন্ত্রাসী রাষ্ট্র আমেরিকা

আমেরিকা এখন রাজনৈতিক এবং নৈতিকভাবে একটি দেউলিয়া রাষ্ট্র। ২০০০ সালে অন্যায়ভাবে হাজার হাজার ভোটারকে ফ্লোরিডা-নির্বাচনে ভোট প্রদানে বিরত রাখা হয়। বুশের ছোট ভাই জেব বুশ এবং তার সেক্রেটারী অব ষ্টেট বৈধ ভোটারদের নাম সম্বলিত ভোট প্রদানে অযোগ্যদের তালিকা তৈরী করে। ফ্লোরিডায় ব্যাপক মাত্রায় নির্বাচন

www.pathagar.com

জালিয়াতির পর সুপ্রীম কোর্টের চক্রান্তকারীদের মাধ্যমে বুশ মার্কিন জনগণের প্রেসিডেন্টরূপে নির্বাচিত হন।

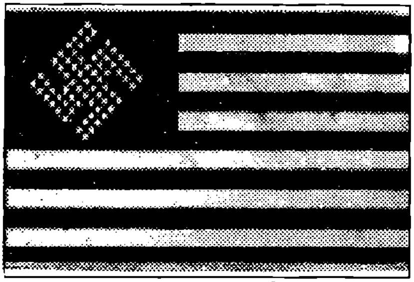

হত্যা, ধ্বংস, যৌনতা আর কর্পোরেট স্বার্থের পূজারী মার্কিন নীতি নির্ধারকরা একের পর এক মানবতা বিধ্বংসী কাজ করে যাচ্ছে। আমেরিকার ইতিহাস সন্ত্রাসের ইতিহাস। গোষ্ঠি স্বার্থে প্রলুব্ধ হয়ে এই শতকের প্রারম্ভে আমেরিকার শাসকগোষ্ঠি আবার নতুন করে গণ হত্যায় লিপ্ত হয়েছে। সিআইএ, এফবিআই, মার্কিন সামরিক বাহিনী, ট্রাইলেটারাল কমিশন (মার্কিন ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবি ও রাজরনীতিবিদদের প্লাটফর্ম), নব্যরক্ষণবাদী (Neo Conservative) আর ইস্রাইলের যৌথ উদ্যোগে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনে হামলা করা হয়েছে। অষ্ট্রেলীয় জনগণ ইরাক আক্রমনে মার্কিন নীতির প্রতি সমালোচনামূখর হওয়ায় সিআইএ'র পরিকল্পনা মাফিক ১২-১০-০২ তারিখে ইন্দোনেশিয়ার বালিদ্বীপের কুটায় বিস্ফোরন ঘটানো হয়। এই বিস্ফোরন ছিলো মুসলমানদের বিরুদ্ধে অষ্ট্রেলীয় জনগণকে মনস্তাত্তিকভাবে প্রভাবিত করার প্রয়াস।

বিগত সময়ে মার্কিন সরকারকৃত দুষ্কর্মের একটি খতিয়ান দেয়া হলো ঃ

১। হামবুর্গ, ড্রেসডেন, টোকিওতে বোমা এবং হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে এটম বোমা ফেলে শত-সহস্র লোককে ভষ্মিভূত করে ফেলা হয়েছে।

২। রুজভেল্ট এবং আইজেন আওয়ারের নির্দেশে দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধত্তোর সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে আগত পাঁচ লক্ষ শরনার্থীর মধ্যে দুই লক্ষকে জোর করে ষ্টালিনের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়-- দ্রুত মৃত্যুদন্ডের জন্য অথবা গুলাখে ধীর মৃত্যুর লক্ষ্যে (Operation Keelhaul)।

৩। Morjenthau Plan এর আওতায় ১৯৪৫-১৯৫০ পর্যন্ত গণ উপোষে লক্ষ লক্ষ জার্মানকে হত্যা করা হয়।

www.pathagar.com

৪। উনবিংশ শতাব্দীতে জমি দখল করার জন্য লক্ষ লক্ষ মার্কিন ভূমিপুত্রকে মার্কিন সৈন্য এবং দখলদাররা হত্যা করে।

৫। সিআইএ পরিচালিত অভ্যুত্থানে ১৯৫৩তে ইরানে মোসাদ্দেক সরকারের পতন ঘটে। পরবর্তী সরকার তার গোয়েন্দা পুলিশ "সাভাক" এর মাধ্যমে হাজার হাজার ইরানীকে অত্যাচার এবং হত্যা করে।

৬। সিআইএ'র অপারেশন ফনিক্স কর্মসূচীর আওতায় ১৯৬৮-১৯৭১ পর্যন্ত ২০,০০০ থেকে ৪০,০০০ ভিয়েতনামীকে হত্যা করা হয়।

৭। মধ্য এবং দক্ষিণ আমেরিকায় সিআইএ প্রতিষ্ঠিত একনায়কেরা হাজার হাজার নাগরিককে হত্যা করে।

৮। মার্কিন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলি নীতিমালার কারণে ৬০ লক্ষ ব্রাজিলিয়ান ইন্ডিয়ান মৃত্যু বরন করে।

৯। ১৯৮২ সালে ইস্রাইল মার্কিন সমর্থিত আক্রমনের মাধ্যমে লেবাননে ১০ হাজার থেকে ২০ হাজার লোক হত্যা করে।

১০। মার্কিন প্ররোচনায় সংগঠিত ইরান-ইরাক যুদ্ধে ৩ লক্ষ ইরানী মারা যায়।

১১। ১৯৮০'র দশকে রিগানের সিআইএ- প্রেরিত কোকেনের অর্থে কন্ট্রারা নিকারাগুয়া এবং এলসালভাদরে ১,৮০,০০০ লোক হত্যা করে।

১২। ইরাকে ১৯৯১ সালে মার্কিন এবং ব্রিটিশদের দ্বারা ৪১দিন ব্যাপী দিবা রাত্রি বোমা বর্ষণে প্রায় ২০,০০০ বেসামরিক লোক মারা যায়।

www.pathagar.com

১৩। ১৯৯০ এর দশকে দক্ষিণ পূর্ব তুরস্কে আমেরিকা কর্তৃক সরবরাহকৃত অস্ত্র দিয়ে তুর্কী বাহিনী হাজার হাজার কুর্দিকে হত্যা করে।

১৪। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা এবং ১৯৯৮ তে ক্রুস মিসাইল নিক্ষেপের ফলে সুদানের ফার্মাসিটিক্যাল শিল্প ধ্বংস হওয়ায় ওষুধের অভাবে হাজার হাজার সুদানী নাগরিক মারা যায়।

১৫। ১৯৯১-তে ছয় সপ্তাহব্যাপী ইঙ্গ-মার্কিন সন্ত্রাসী হামলায় ব্যবহৃত বোমায় ক্যানসার সংক্রামক ডিপ্লিটেড ইউরেনিয়াম থাকায় সারা ইরাকে ক্যানসার ছড়িয়ে পড়ে। ফলে প্রায় ২০ লক্ষ ইরাকী মারা যায়। এর মধ্যে তিনের দুই ভাগ শিশু।

১২. ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনা-তদন্তে মার্কিন সরকারের অনীহা

ভিন্ন জনগোষ্ঠির অর্থনৈতিক গণহত্যা (Economic Genocide)র উপর যে কর্পোরেট পূঁজিবাদের ভিত্তি তা আজ হুমকির মুখে। এরকম বিশ্ব পরিস্থিতিতে সেপ্টেম্বর ১১, ১৯৭৩ এ সিআইএ কর্তৃক চিলির নির্বাচিত সরকার উচ্ছেদের ২৮তম বার্ষিকীতে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার এবং পেন্টাগনের উপর হামলা করা হয়।

সত্যিকার অপাধীদের শাস্তি দেবার লক্ষ্যে যদি মার্কিন সরকার নিরাপত্তা কাউন্সিলের আবেদন সাড়া দিতো তাহলে ১৩৬৮ নাম্বার সিদ্ধান্ত বলবৎ করার জন্য জাতিসংঘের মনোনীত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে তদন্ত কমিশন গঠন করতো। কিন্তু নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য ১১ই সেপ্টেম্বরে নিহতদের আত্মীয় স্বজনদের জোড়ালো দাবী সত্বেও ঘটনার ১৫ মাসের মধ্যে বুশ, চেনী কোন প্রকার তদন্ত কমিশন গঠনে উৎসাহী হননি। তদন্ত কমিশনের কথা দূরে থাকুক হামলা সম্পর্কেও কোন তথ্য প্রকাশে তারা বাধা সৃষ্টি করেছে। অবশেষে পেশাদার মিথ্যুক, আন্তর্জাতিক যুদ্ধাপরাধী হেনরী কিসিঞ্জারকে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত " নিরপেক্ষ কমিশনের" চেয়ারম্যান বানানো হয়েছে ১১ই সেপ্টেম্বরের ঘটনাবলী তদন্ত করার জন্য।

আসলে কিসিঞ্জার কমিশন কি করবে ? এসোসিয়েট প্রেসের ভাষায়--সরকারী সেই ভুল এবং দূর্বলতাকে বের করবে যা না থাকলে ১১ই সেপ্টেম্বরের হামলাকে প্রতিরোধ করা যেতো। আর বুশ বলেন-- এই প্যানেল শত্রুর উদ্দেশ্য এবং কৌশল সম্পর্কে প্রশাসনকে অবহিত করবে। এই কমিশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে খোদ কিসিঞ্জার বলেন, "There is nothing that can be done about the losses they have

www.pathagar.com

suffered, but everything must be done to avoid that such a tragedy can occur again."- **Bush approves 911 probe led by Kissinger—Adam Entous.**

সহজেই বোধগম্য যে কিসিঞ্জার কমিশন ১১ই সেপ্টেম্বর সম্পর্কে যে তথ্যই উৎঘাটন করুক না কেনো তাহবে সত্যের অপলাপ। তবে সেই দূর্ভাগ্যজনক দিনে সত্যিকার অর্থেই কি ঘটেছিলো যারা জানতে ইচ্ছুক তাদের কাছে অবশেষে সত্য (Turth) ধরা দিবে। ইতিমধ্যেই ১১ই সেপ্টেম্বরের প্রকৃত ঘটনা জানতে যারা আগ্রহী তারা অনেক কিছুই আঁচ করতে পেরেছে। ১১ই সেপ্টেম্বরের জন্য দায়ীদের মুখোশ উন্মোচিত হবে। বুশ জুনিয়র, বুশ সিনিয়র, জেব বুশ, চেনী, রামসফিল্ড, কন্ডলেসা রাইস, এসক্রোফট, মেয়ারস, লিউজ লিবী পাওয়েল পার্লে, ওলফ উইটজ, ম্যারন এবং নব্যরক্ষনবাদী বিল বার্নেট, পডহরেটজ সবাই একথা জানে। তাই তারা ইরাক যুদ্ধের সুচনা করেছে। পৃথিবীকে আরেকটি মহাযুদ্ধে জড়িয়ে ফেলার আগে বিশ্ববাসীর দায়িত্ব হবে মানবতার বিরূদ্ধে অপরাধের কারনে এই সব অপরাধীর বিচার করা।

১৩. মুসলিম বিশ্বের জন্য অশনি সংকেত

ঠান্ডা মাথার বর্ণবাদী গণহত্যাকারীর দল হিংস্রতায় নাজিদের (NAZI) হার মানিয়েছে। মার্কিন ফ্যাসিজম নাজিদের ন্যায় সাড়া পৃথিবীকে দাসে পরিণত করতে চাচ্ছে।

নতুন শতাব্দীতে নতুন বিশ্বব্যবস্থার প্রথম শিকার প্রযুক্তিগতভাবে পশ্চাদপদ, তেল-খনিজ সম্পদে ধনী মুসলিম বিশ্ব। সেপ্টেম্বর ১৭, ২০০১ এ বুশ কংগ্রেসের যুগ্ম সেশনে ঘোষণা দেন আমেরিকা "সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে" লিপ্ত হতে যাচ্ছে। যাদের প্ররোচনা, পরিকল্পনা এবং নির্দেশনায় WTCর উপর হামলা পরিচালিত হয়েছে সন্তোষজনকভাবে তাদের পরিচয় প্রতিষ্ঠিত করার আগেই প্রতিশোধমূলক বোমা বর্ষন শুরু হয়। আফগানিস্তান এবং ইরাক হামলার পর আমেরিকা ও তার মিত্ররা নিজেদের গুটিয়ে নিবে যারা ভেবেছেন তারা ভ্রান্তি তে আছেন। মধ্য এশিয়া সম্পর্কে মার্কিন এজেন্ডা বিশাল এবং গভীর। তার কিছুটা আঁচ করা যাবে প্রাক্তন পেন্টাগন-কর্মকর্তা মিচেল লিডেন এর বক্তব্যে

www.pathagar.com

ঃ প্রথম এবং সর্বাগ্রে প্রধান তিনটি বড় সন্ত্রাসী রাষ্ট্র ইরান, ইরাক এবং সিরিয়ার পতন ঘটাবো আমরা। তারপর ধরবো সৌদি আরবকে।--কার যুদ্ধ?-**প্যাট্রিক জে. বুকানন**--First and foremost, we must bring down the terror regimes, beginning with the Big three- Iran, Iraq and Seria. And then we have to come to grips with Saudi Arabia. – **Whose War ?--Patrick J. Buchanan.**

একই সুরে ইস্রাইলী প্রতিরক্ষামন্ত্রী শাওল মোফাজ বলেছেন- ইরাক যুদ্ধের পর পরই মধ্যপ্রাচ্যের পুনর্গঠনের বিষয় আমাদের ব্যপক আগ্রহ আছে। কার যুদ্ধ?--**প্যাট্রিক জে. বুকানন**-- "We have a great interest in shaping the Middle East the day after" the war on Iraq. – **Whose War ?–Patrick J. Buchanan**

নব্য রক্ষণবাদী (Neo Conservative) নর্মান পডহরেটজ আরো এক ধাপ এগিয়ে বলেনঃ জর্জ বুশের মিশন হলো জঙ্গী ইসলামের বিরুদ্ধে ৪র্থ বিশ্ব যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া। – কার যুদ্ধ?- **প্যাট্রিক জে. বুকানন**

নব্যরক্ষণবাদীরা নতুন শতাব্দীতে নুতন আমেরিকান সাম্রাজ্যের (Global Pax Americana) স্বপ্ন দেখছে। শ্যারন পন্থীরা সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য দখলের পায়তারা করছে। দু'টি এজেন্ডা পরস্পরের সম্পূরক । ১১ই সেপ্টেম্বর তো অজুহাত মাত্র। মধ্যপ্রাচ্য তথা মুসলিম বিশ্ব দখলের মার্কিন-ইস্রাইলী পরিকল্পনা দীর্ঘ দিনের। সেপ্টেম্বর ১১ নব্য ক্রুসেড পন্থিদের মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করার সুযোগ এনে দিয়েছে। এ যুদ্ধ পরিকল্পিত যুদ্ধ মুসলমানদের বিরুদ্ধে, মানবতার বিরুদ্ধে সম্পদ শোষনের লক্ষ্যে। এ যুদ্ধের পরিনতি কি তা হয়তো মার্কিন নীতি নির্ধারকরাই ভালো জানেন। কিন্তু সচেতন মানুষের কলমে এই যুদ্ধের বিষন্ন ভবিষ্যত বানী ফুটে উঠেছে এইভাবে-- বছরের পর বছর ধরে এই চলতি যুদ্ধ চলবে। পৃথিবীর অন্যতম প্রধান একটি ধর্ম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক শাসন বৈধতা পাবে। পৃথিবীর জ্বালানী সম্পদ পুনঃর্বন্টিত এবং এই গ্রহের সামগ্রিক ক্ষমতা কাঠামো পরিবর্তিত হবে।--৯.১১ঃ দি ফ্লাইট অব বাম্বেল প্লেনস-**স্নেক প্লিসকিন**। This current war will go on for years and blot out one of the worlds great religions, legitiminse military rule in the United States, redistribute world's oil resources, and change the entire power structure of Planet Earth.--**9-11: The Flight of Bumble Planes – Snake Plissken.**

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যদি সেপ্টেম্বর ১১-র হামলায় সি আই এ এবং সরকার জড়িত না থাকে তারা কি করছিলো?

১১ই সেপ্টেম্বর আত্মঘাতি হামলার আগে এবং পরের স্পর্শকাতর ঘটনাগুলোর জন্য ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করা থেকেই প্রতিষ্ঠিত হয় যে সি আই এ ঘনটাবলী সম্পর্কে পূর্বেই ওয়াকিবহাল ছিলো এবং এই সব ঘটনার বাস্তবায়নে মার্কিন সরকারের ন্যাক্কারজনক সম্পৃক্ততার প্রমাণ মেলে। এর থেকে এও পরিস্কার যে ১১ই সেপ্টেম্বর পরবর্তী ঘটনাসমূহ একটি এজেন্ডার ভিত্তিতে কার্যকর করা হচ্ছে যার সাথে আত্মঘাতি হামলার সম্পর্ক খুবই ক্ষীন।

রুপার্ট মিকাইল

১১ই সেপ্টেম্বরের হামলার পরিচালনা করার মতো সামর্থ্য ওসামা বিন লাদেন বা আল-ক্বায়াদার ছিলো না।

মিল্ট বির্ডেন
প্রাক্তন আফগান অপারেশন চীফ
সি আই এ

ISBN : 984-32-1526-6